যতি-অভিধর্ম্ম

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

যতি-অভিধর্ম্ম

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক ঃ

শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৬
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৪০৯

মুদ্রক ঃ
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১ রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা—৭০০ ০০৯

Yati-Abhidharma
by Sree Sree Thakur Anukulchandra
4th edition–April, 2003

ভূমিকা

কামনা-বাসনার অন্ধ আবেগে প্রবৃত্তিতাড়িত হ'য়ে ছুটে চলে মানব সংসারক্ষেত্রে-তাই রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বে নিত্যই সে আরো-আরো আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে দুনিয়ার এই মোহজালে—পুঞ্জীভূত কর্ম্মফল তাকে রেহাই দেয় না। এইভাবে জন্মজন্মান্তর কেটে যায় নিয়তির নিষ্ক্রিয় ক্রীড়নকরূপে কালের ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে-ঘুরে মরে। প্রাণ তার তখন হাহাকার ক'রে ওঠে স্বরূপের সাক্ষাৎকার মানসে—সত্যবস্তুর সন্ধানে সে তখন উদগ্র উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। সে চায় প্রেম, সে চায় শান্তি, সে চায় কৈবল্য, তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—মহাচেতনসমুত্থান। জীবনের এই পটভূমিকায় অচলপ্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের নাই স্বস্তি, নাই শান্তি, নাই তৃপ্তি, নাই সার্থক আত্মপ্রসাদ। এ-ছাড়া সে কী নিয়ে থাকবে? তার সত্তা চায় তার নিজস্ব খোরাক—তার অনন্ত আকূতি আর কিছুতে মেটবার নয়। তাই বলে ঈশ্বরলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য—এই তার বিধিদত্ত নিত্য অধিকার।

এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কত পদ্ধতি ও প্রকরণ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে ভারতীয় জীবনতন্ত্রে। এরই একটা অপরিহার্য্য অঙ্গহিসাবে আর্য্য-ভারতীয় জীবন-ধারায় পাই চতুরাশ্রম-প্রথা—যার পরাকাষ্ঠা হ'লো সন্ন্যাস—অর্থাৎ ইষ্টে সম্যক সংন্যস্ত হওয়া। সাধারণতঃ আশ্রম-পারম্পর্য্যকে অলবম্বন ক'রে এই সন্ন্যাস-আশ্রমে উপনীত হওয়ার রীতি ছিল—এবং এটা সে বৈদিক যুগ থেকেই। এর প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য—তার মানে আচার্য্যনুরাগে বিধৃত হ'য়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে বিস্তার ও বৃদ্ধির আচরণে অভ্যস্ত হওয়া। তারপর গার্হস্থ্য—তার মানে সমাবর্ত্তন লাভ ক'রে ইষ্ট ও কৃষ্টির স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে সংসারশ্রম প্রতিপালন করা। তারপর বানপ্রস্থ অর্থাৎ বিস্তারে গমন বা বৃহত্তর সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ—এই তিন আশ্রম পেরিয়ে তবে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করার বিধান ছিল। এটা ছিল একটা সহজ স্বতঃ বিকাশ—সার্থকতার পরমপূর্ণ ঘনীভূত রূপ। জীবনের এই স্বচ্ছ ধারাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর আজ আবার নূতন ক'রে আশ্রম ধর্ম্মের কথা ঘোষণা ক'রছেন—শুধু এর মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হননি—বাস্তবে তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার জন্য এবং সমাজের বুকে তার গভীরতম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

তাই দেখতে পাই আদর্শশিক্ষার ভিত্তিপত্তন করবার জন্য তিনি নিজে বছরের পর বছর ধ'রে খেটে তপোবন-বিদ্যালয় গ'ড়ে তুললেন—যেটা কিনা ঋষিশাসিত ভারতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের যুগোপযোগী পূর্ণতম প্রতিচ্ছবি। এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আলাপে-আলোচনায় নির্দ্দেশদানে—বিধিপ্রদানে বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসংবর্দ্ধনী সার্থক শিক্ষার নবীন মানচিত্র রচনা ক'রে তুললেন এই বিংশ শতাব্দীর নানাবাদ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে। আবার দেখতে পাই, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গার্হস্থ্যাশ্রমকে সুষ্ঠু ও সুষমামণ্ডিত ক'রে গড়ে তোলবার জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম নাই। বিবাহের বিধি কী, স্বামী-স্ত্রী কেমনভাবে চললে সুসন্তানের জনক-জননী হ'তে পারে, কেমন-ভাবে সন্তানকে দেহমনে পুষ্ট ক'রে তুলতে হবে, আত্মীয়, পরিজন, পারিপার্শ্বিক নিয়ে কেমনভাবে ইষ্টের পথে চলতে হবে সার্থক সমন্বয়ে তার কলাকৌশল ও বিধিনীতি দিনের পর দিন আমাদের কাছে অনাবৃত ক'রে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তদনুযায়ী আমাদের পরিচালিত না ক'রে যেন তিনি স্বস্তিই পান না—নিরলস নিরন্তর প্রচেষ্টায় মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে নিত্যনিয়ত সক্রিয় সম্বোধি নিয়ে জাগ্রত তিনি—তাই বলে পুরুষোত্তম চির-অতন্দ্র।

আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর অমানুষী নীরন্ধ্র পুণ্যপরিচর্য্যার কথা যেমন বলা হ'লো—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার কথা যদি না বলা হয় তাহ'লে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—আর প্রকৃত প্রস্তাবে সেইটেই এখানে আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয়।

মানুষের জীবনের প্রতি স্তরে ধর্ম্ম যাতে জীবন্ত ও মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—তাই তাঁর অন্তরের কামনা। তিনি তাই মানুষের কাঙ্গাল—তিনি চান এমন কতকগুলি মানুষ যাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও, কৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করবে। যাদের চরিত্র ও চলন একটা অমৃত জলুস বিকিরণ ক'রে মানুষকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবে উদ্দীপ্ত ক'রে ইষ্টকৃষ্টির মোহন আকর্ষণে কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলবে—নবীন স্বর্গসৌরভ-নন্দনায়। এই মানুষ চাওয়াই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ—তিনি চান তাদের শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিরাশী, নির্ম্মম, নিষ্কলুষ, অপ্রমাদী, অপ্রমেয়, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত, সর্ব্ববৃত্তি-সংন্যস্ত, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা চিরযোগযুক্ত ধূর্জ্জটীর মত ক'রে পেতে—যারা নিজেদের তপোবলে নিখিলের যত পাপ, তাপ, কদর্য্য, গ্লানি ধুয়ে-মুছে দিয়ে পবিত্র ও পরিস্রুত ক'রে তুলতে পারবে এই প্রবৃত্তি-প্রহত মানব-সমাজকে। এই পরম প্রাপ্তির জন্য চরম মূল্য

দিতে হয়। এর জন্য চাই তাদের ধারাবাহিকভাবে অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ কঠোর তপশ্চর্য্যা। তাই তো তাঁর শ্রমণ ও যতি-আলোচনার সূত্রপাত—যা কিনা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সামিল। আশ্রম-পরম্পরার ভিতর-দিয়ে সন্ন্যাসে অধিগমনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে—কিন্তু এই আশ্রম-পারম্পর্য্যের ভিতর-দিয়ে না গিয়েও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হিসাবে—একাশ্রমী থাকার বিধানও শাস্ত্রে আছে। শ্রমণ ও যতির মধ্যে তাই গার্হস্থ্যাশ্রম-পরিত্যাগী তাপসও যেমন থাকতে পারেন—আবার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও আসতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই যতি-আন্দোলনে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাঁর সান্নিধ্যে বড়াল-বাংলোর মধ্যেই তাঁদের বাসস্থান নির্ব্বাচিত হয়েছে—নিজে ভিক্ষা ক'রে তাঁদের জন্য তিনি একটি নূতন আশ্রমগৃহ রচনা করিয়েছেন—তার নাম 'যতি-আশ্রম' এবং দেওঘর থাকাকালীন যতিবৃন্দ সেখানেই থাকেন—তাঁদের নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর দিনের পর দিন সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, এমন-কি রাত দুপুর পর্য্যন্ত কাটান এবং তাঁদের চলার পথের নানা অমৃত সঙ্কেত তিনি নিত্যই লিপিবদ্ধ ক'রে দেন—এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেকটি নির্দ্দেশ তাঁরা যাতে কাঁটায় কাঁটায় পালন ক'রে সর্ব্বপ্রকারে পূত, প্রোজ্জ্বল ও অগ্নিশুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারেন সেদিকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি। এক কথা বারংবার কতভাবে বোঝান, মন্দ যা-কিছু নিরাকরণের জন্য, সৎচলন ও সদভ্যাস তাঁদের চরিত্রে সম্যক গ্রথিত ও প্রোথিত করবার জন্য নিত্য তাঁর কী অন্তহীন উদ্বেগ—কথায়-বার্ত্তায়, হাসি-গল্প-গানে, আচারে, আচরণে, দৃষ্টান্তে, উপমায়, অনুরোধে, উপরোধে, ভর্ৎসনায়, আবেগজড়িত আলিঙ্গনে, নিত্য নব-নব ভঙ্গীতে তাঁর দরদ-প্রয়াস আবেষ্টন ক'রে রেখেছে তাঁদের অমরার অমৃত পরিমণ্ডলে। বিশেষ করে শ্রমণ ও যতি-জীবনে পালনীয় যে-সব নীতির কথা তিনি বলেছেন—সেইগুলি সঙ্কলিত ক'রে আজ এই 'যতি-অভিধর্ম্ম' পুস্তক প্রকাশিত হ'চ্ছে।

এর ভিতর আত্মসমর্পণ, বীজমন্ত্র, স্বাধ্যায়, সাধন-ভজন, জপধ্যান, তপস্যা, অষ্টাঙ্গিকযোগ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রবৃত্তির নিরসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমীক্ষা, আত্মপর্য্যালোচনা, নিরখ-পরখ, আত্মসংগঠন, আত্মশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত-খ্যাপন, সংস্কার-সাক্ষাৎকার, ধর্ম্মতত্ত্ব, কর্ম্মরহস্য, আচার, ব্যবহার, চিন্তা, চলন, বলন, খাদ্যাখাদ্য, সদাচার, ভিক্ষাপ্রণালী, যজন, যাজন, সন্ধিৎসু সেবা, পঞ্চেন্দ্রিয়কে সজাগ, সতর্ক, সন্ধানী রাখার তুক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিসহকারে চিন্তা ও কর্ম্মে সমন্বয়, ত্যাগ,

তিতিক্ষা, সন্তোষ, জ্ঞান, ভক্তি, অনুরাগ, লোকচরিত্র-নির্ণয়, লোকনিয়ন্ত্রণ, লোকব্যবহার, পূর্ব্ববর্ত্তী-পরবর্ত্তীর অভিন্নতা, দ্বন্দ্বী-বৃত্তির নিরসন, চাতুর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, বাসনারাহিত্য, মুক্তি, মোক্ষ, ভগবানলাভ, স্মৃতিবাহী চেতনা, ইষ্টীপূত সংহতি ও সংগঠন ইত্যাদি—এক কথায় ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ ক'রে জীবনকে ষোলকলা সার্থক করতে গেলে যা যা লাগে তার একটা সুসম্পূর্ণ ছবি আমরা এখানে পাই।

'শোন যতি, শোন সন্ন্যাসী!' 'আর্য্য যতিচর্য্যা', 'শ্রমণ চর্য্যা,' ইত্যাদি শীর্ষক অনুধ্যায়ে বন্ধনহীন আত্মার আনন্দগান যে পরম, উদার, উদাত্ত, বৈরাগ্যরাগিণীতে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে, যে গভীর, গম্ভীর, অনির্ব্বাণ তপস্যার মহাহোমানল প্রজ্বলিত করার দৈবী-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে সেখানে—জীবনের যে কল্যাণময় শাশ্বত-রূপ ফুটে উঠেছে তার ছত্রে-ছত্রে—তা যতই আবৃত্তি করা যায় ততই যেন সত্তা দেশকাল নামরূপ ভুলে গিয়ে প্রবৃত্তিপিঞ্জর ভেদ ক'রে পৃথিবীর বুকে জন্মজন্মান্তরে চির-আপন যিনি একমাত্র তাঁরই জন্য কাঙ্গাল, আতুর ও আকুল হ'য়ে ওঠে। এগুলি তাঁর পরম অবদান—এ বাণীপুঞ্জ ঋক্‌মন্ত্রের মতই অমোঘ ও দুর্ব্বার, এ বাণীর বন্যা স্রোতে প্রাণতরঙ্গ উদ্বেল ও ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে অসীমের নিবিড়তম স্পর্শলালসায়, এই লেখাগুলির ভিতর-দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন—কেমন ক'রে সমাহিতচিত্ত হ'তে হয়—আত্মস্থ হ'তে হয়—সত্যের প্রাণমূর্ত্তি ফুটন্ত, জ্বলন্ত ক'রে তুলতে হয় আপন প্রাণে। সমস্ত উপাধির ঊর্দ্ধে স্বরূপে—ভূমায় অধিষ্ঠিত হতে হয় কোন্ কৌশলে। নির্ম্মল চৈতন্যরাজ্যে উপনীত হ'তে হয় কি ক'রে এবং প্রবৃত্তি-কামনাবর্জ্জিত হ'য়ে একমাত্র অচ্যুত ইষ্টৈকস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতায় কেমনভাবে দ্রষ্টা ও সাক্ষী-স্বরূপ নির্লিপ্তভাবে বিদ্যুৎকর্ম্মা হ'য়ে চলতে হয়—দৈনন্দিন চিন্তাচলন, আচার-আচরণ অন্বিত ক'রে তদনুকূল ব্যঞ্জনায়। সত্যিই এমন জীবন্মুক্ত হ'তে না পারলে জীবন একটা বিড়ম্বনা মাত্র—সে-অবস্থায় আমার নিজেদের বা অপরের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে পারি না। ভীমকর্ম্মা হ'য়েও দেখতে পাই কর্ম্মের চাইতে অকর্ম্মই বেশী করছি—মানুষের মঙ্গলের চাইতে বিপর্য্যয়ই বেশী হ'চ্ছে। কর্ম্ম করার পিছনেও উদ্দেশ্য থাকবে এই ইষ্টানুকূল আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংগঠন—তখন আমাদের সমগ্র জীবনটাই একটা অখণ্ড পূজা ও নৈবেদ্য হ'য়ে ফুঠে ওঠে এবং সেই অন্তর্গূঢ় নিষ্ঠা ও পবিত্রতা পারিপার্শ্বিককেও উৎক্রমণী ক'রে তোলে—অনন্তজীবনের স্বর্ণতোরণ উন্মুক্ত ক'রে।

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে—কিন্তু ধর্ম্ম, আদর্শ, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি একটা সর্ব্বগত উপেক্ষার ভাব ফুটে উঠেছে সর্ব্বত্র। এই মুহূর্ত্তে যদি এই মরণস্রোতকে রোধ ক'রে দেশকে আবার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হয়—তবে চাই শত-সহস্র শ্রমণ ও যতি যাদের চলমান জীবন দুন্দুভিনিনাদে, দেবদীপনায়, অমলিন ঔজ্জ্বল্যে দিকে-দিকে ঘোষণা করবে ইষ্ট ও কৃষ্টির ভাস্বর মর্ম্মবাণী "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি সহস্র-সহস্র মানব তাঁর দেওয়া এই 'যতি-অভিধর্ম্ম' পাঠ ক'রে নিজেদের এই ছন্দে সংগঠিত ক'রে তুলুন—তাদের জীবনের জেল্লা প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক পরিবেশকে—ধর্ম্মে, আদর্শে, ঐক্যে, শক্তিতে, শান্তিতে, প্রাচুর্য্যে, পারস্পরিক সহযোগিতায়, প্রীতি-অভিষ্যন্দে, সমর্দ্ধনী আহুতি-তাৎপর্য্যে, তবেই সার্থক হবে এই সঙ্কলন।

বড়াল বাংলা, দেওঘর
২৮শে জুলাই ১৯৪৯
১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, বৃহস্পতিবার

ইতি—তাঁর দীনতম সন্তান
শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত "যতি-অভিধর্ম্ম" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে বাংলা ১৩৫৬ সালে। এই গ্রন্থের বাণীগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বহুবার পঠিত হ'য়েছে। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবার পরেও তাঁর কাছে পড়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং কোন-কোন বাণীর মধ্যে প্রয়োজনবোধে সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেছেন। সেগুলি যথাযথভাবে এই দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হ'ল।

আর একটা কথা। পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যেভাবে বাণীগুলিতে পংক্তিভেদ ও বিরামচিহ্ন-সন্নিবেশের কথা বলেছেন, প্রথম সংস্করণে তা' করা ছিল না। এই সংস্করণে সেগুলি সব যথাসম্ভব ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল।

"যতি-অভিধর্ম্ম" পাঠকবৃন্দকে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমন্বয়ী সার্ব্বিক জীবনে সমুন্নত ক'রে তুলুক, এই আমাদের কামনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮২

ইং ২৩।৭।১৯৭৫

শতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত 'যতি অভিধর্ম্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত। বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণটি তাঁরই পুণ্য জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। সাধন-পথের অপরিহার্য্য এই গ্রন্থ মানুষকে সুকেন্দ্রিক কল্যাণ-অভিদীপ্ত তপঃপ্রাণ ক'রে তুলুক, এই আমাদের কামনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর — প্রকাশক

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'যদি-অভিধর্ম্ম'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। সাধক-জীবনের চলার পথে অপরিহার্য্য পরমদয়ালের এই দৈবী বাণীসমূহ চরিত্রগত হয়ে ধরাকে করে তুলুক অমরাবতী এই-ই প্রার্থনা।

বন্দে পুরুষোত্তমম্

বিজয়া দশমী, ১৪০৯ — প্রকাশক

সৎসঙ্গ, দেওঘর
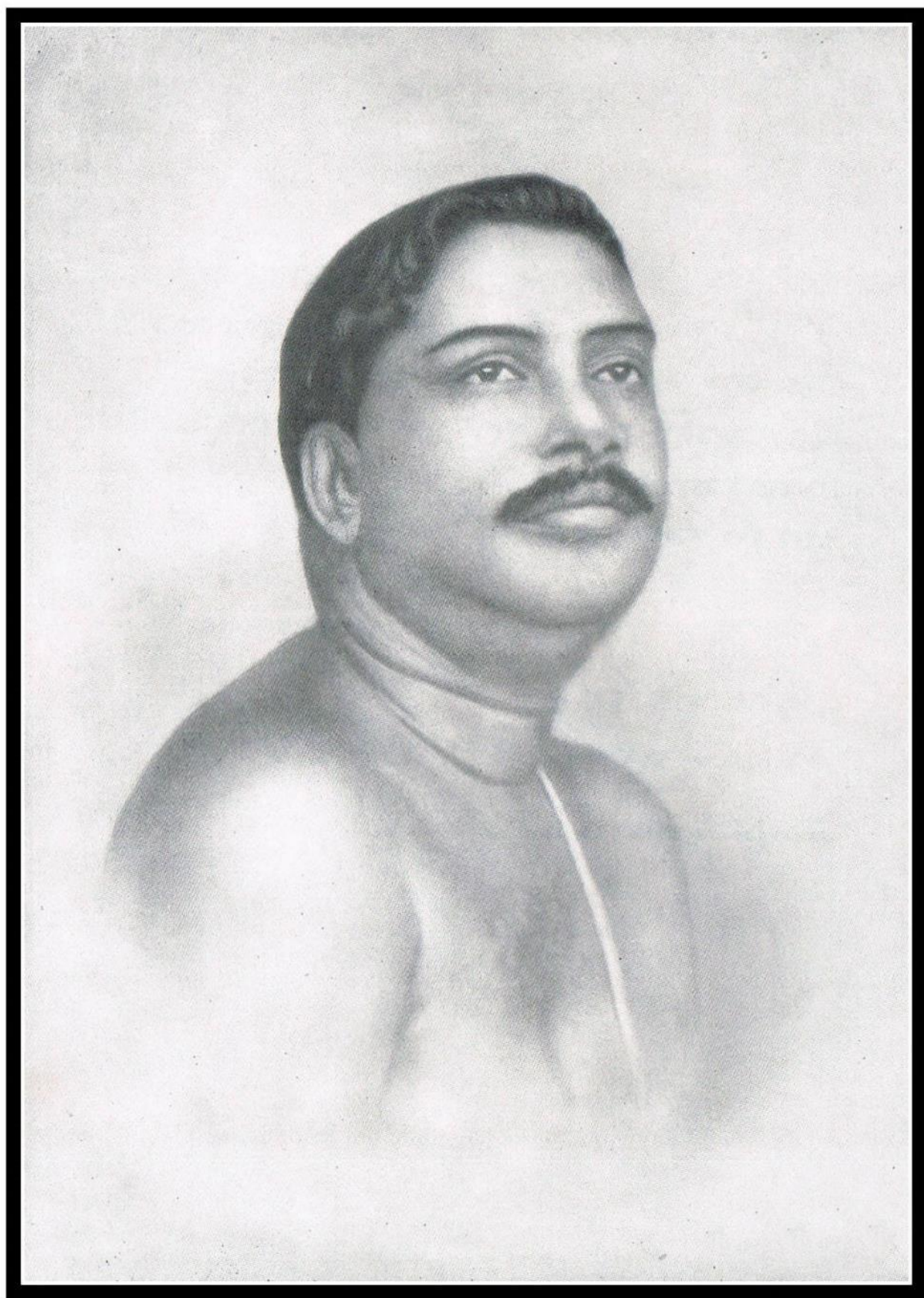
আমার কথাগুলি যদি তোমায়-
শুধু কথাও-ভেতরের খোরাক যদি হয়-
করায় যা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি.
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার.
তবে -
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—

তোমারই "আমি"

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা-ই ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা,
আর, ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি—
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন-সমুত্থান!

"মা ম্রিয়স্ব,—
মা জহি,—
শক্যতে চেৎ
মৃত্যুমবলোপয়।"

ম'রো না, মেরো না, যদি পার মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

পঞ্চবর্হিঃ*

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বাপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সত্তানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বাপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ—
ইহাই সদ্ধর্ম্ম—
আর, ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

---

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হিঃ বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু; হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্ব্বজন-গ্রহণীয়—মূল শরণমন্ত্র ইহাই।

সপ্তার্চ্চিঃ*

নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।
তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ।
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট-বিশেষবিগ্রহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগ-জীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ
স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁ'র বার্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম—
পূর্ব্ব-পূর্ব্বগণের পূরণকারী বিশিষ্ট-বিশেষবিগ্রহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়, অপোহ্য নহে।
বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবন-বর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু
প্রতিলোমাচার—স্বভাব-পরিধ্বংসী।

---

* পঞ্চবর্হিঃ যেমন প্রত্যেক হিন্দুর স্বীকার্য ও গ্রহণীয়— এই সপ্তার্চ্চিঃ ও তেমন অনুসরণীয় এবং পালনীয়।

১

জাগরণী

ওঠো, জাগো—
বরণীয় যিনি তাঁতে
নিবুদ্ধ হও—
ঊষা এল আজ
এ-জীবনে নবীন হ'য়ে
নবীন উদ্যমে—অর্ক-আলোকে,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল
তাঁরই জীবনমন্ত্রে—
ওঠ, আসন গ্রহণ কর,
প্রার্থনা কর,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে সকল কর্ম্মে
তাঁকে পরিপালন কর,
শান্তি আসুক,
স্বধা আসুক,
স্বস্তি আসুক—
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে।

২

সায়ন্তনী

সূর্য্য পাটে বসেছে—
সন্ধ্যা তা'র তামসী বিতানে
ঘাটে-বাটে ছড়িয়ে পড়েছে—
স্নিগ্ধ ক'রে—

বিশ্রামে ভুবনকে আলিঙ্গন ক'রে,
তাপস! শান্ত হও!
বরেণ্য যিনি—
তোমার সব মন দিয়ে
তাঁ'তে ছড়িয়ে পড়,
উপাসনা কর তাঁর—
দিনের সব কর্ম্মের সাথে
যা'-কিছু করেছ—স্মরণে এনে
নিবেদন কর তাঁকে—সার্থকে,
বিশ্রামের সুষুপ্তি-অঙ্কে
এলিয়ে দিয়ে—
তোমার সসত্ত্ব শরীর,
উন্মাদনার সৎমন্ত্রী সোমরস পান ক'রে
সুপ্তি পাও—তৃপ্তি পাও—
সুস্থি পাও—
উদাত্ত জীবনে আবার জেগে উঠতে।

৩

শোন যতি! শোন সন্ন্যাসি!
এই ব্রতে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে বেঁধে রেখো
অন্তরে তোমার—
তুমি তাঁরই সন্তান—যিনি অনামী পুরুষ,
তোমারও নাম নাই—
ছিলও না কখনও—
যে-নামেই অভিহিত হও না কেন—
তা' তোমার উপাধির—
বিবর্ত্তনের বহু ঘূর্ণি অতিক্রম ক'রে
সংযোগ-বিয়োগের প্রস্রবণে

ভেসে-ভেসে তুমি আজ যে বা যা'তে
পরিণত হ'য়েছ—সেই পরিণামের,
আর, যে-শরীরে তুমি আজ অধিষ্ঠিত—
তা'ই তোমার অতিথি-আবাস;
তোমার কেউ নাই—
কেউ ছিল না—
দেখছ যা' আছে—
তা'ও কিন্তু নাই ব'লেই জেনে রেখো,
বিশ্বেশ্বর যিনি—তাঁর আশীর্ব্বাদই তুমি,
আর, তিনিই তোমার একান্ত—
তাঁর মূর্ত্ত প্রতীক তিনিই—তোমার ইষ্ট;
তোমার গৃহের ছাদ আকাশ,
শয্যা তোমার—
এই শ্যামলীমায়ের বুকে
বিছিয়ে রয়েছে যে তৃণবিতান,
প্রকৃতির দুর্য্যোগ বা স্বস্তি—
তাঁরই শাসন ও প্রেমচুম্বন,
মনে রেখো, ক্ষুধায় অন্ন পাবে না—
তৃষ্ণায় জল পাবে না—
পরিধানে বস্ত্র পাবে না—
অর্থ পাবে না—
রোগে শুশ্রূষা পাবে না—
ঔষধ পাবে না,
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন
যা'রা তোমার উপরে নির্ভর ক'রে জীবনধারণ করে—
তা'রা হয়তো তোমার সম্মুখে
দুর্দ্দশার পরিপেষণে
নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে,
হয়তো, প্রত্যেকে তোমাকে ঘৃণা করবে—
অপমান করবে—

বিচারে উপস্থাপিত করবে,—
তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে—
অচল থাকতে হবে—
অটুট একনিষ্ঠায়
প্রবৃত্তিকে নির্ম্মম অবজ্ঞায়
প্রত্যাশারহিত ক'রে
অচ্যুত একনিষ্ঠ অধ্যাত্মানুরাগের সহিত
তাঁতেই নিরন্তর হ'য়ে
থাকতে হবে—চলতে হবে—করতে হবে—কইতে হবে,
কাম-কাঞ্চন বা যশোলিপ্সা
যেন তোমাকে স্পর্শও করতে না পারে,
প্রত্যেক জীবনই তাঁরই বিবর্ত্তিত বিগ্রহ ব'লে
ইষ্টানুগ সেবায়—
প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাঁকেই—
অনুরতির অকাট্য সিংহাসনে
প্রত্যেকেরই অন্তরে,
তোমার তপঃপ্রাণতার জলুসে
দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে সবাইকে—
আলোকে অঢেল ক'রে—
আর, উপভোগও তোমার ওই-ই,
যা' পাও—প্রীতি-উন্মাদনার উৎসৃজনী যা'
তা'তেই খুশি থেকো—সন্তুষ্ট থেকো,
বুঝে রেখো, জীবিকাও তা'ই তোমার,
যে বা যা'রা
অধিগমনের উদাত্ত উদ্যমে
সব অবস্থায় তুষ্টিকে বজায় রাখতে পারে—
আশীর্ব্বাদিও আসে তাদেরই কাছে
হাত বাড়িয়ে;
আরও শোন! আরও বলি—

তোমার সম্বিৎ—তোমার সম্বোধি—
তোমার তপোবিভূতি—
যা' স্বতঃ-অনুরাগে
ইষ্টানুগ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার নিজেকে আহুতি পেয়ে
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
ভূমায়িত ব্যাপ্তি নিয়ে
অণুকণাতেও আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
একতানতায় বিরাটে পর্য্যবসিত হ'য়ে—
সার্থক ক'রে তুলেছে—
সব যা'-কিছুকে—
চেতন উদ্দীপনে
মহাচেতন-সমুত্থানে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেককে নন্দিত ক'রে
অমরণ-পরিবেষণে,
যে-অনুভূতি তোমার
গুরুগম্ভীর ঔজ্জ্বল্যে
চিন্তা, চরিত্র, বাক্ ও ব্যবহারে
উৎফুল্ল-মন্থনে ঘোষণা করছে—
'মা-ম্রিয়স্ব! মা জহি!
মৃত্যুমবলোপয়'—
তা'কে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনে
প্রতি সমাজ-জীবনে
প্রতি রাষ্ট্র-জীবনে
জীবন্ত পরিবেষণে
সম্বর্দ্ধনী অমৃত-বিকিরণে
উজ্জ্বল করতে
নিরস্ত থেকো না কখনও,
তোমার আচার, তোমার নিয়ম,
তোমার নিষ্ঠা, তোমার চিন্তা,

তোমার বাক্, তোমার কর্ম্ম—
এক-কথায়, তোমার জীবন
দুন্দুভি-নিনাদে
অমৃত-বিকম্পনে
আহ্লাদ-ঔজ্জ্বল্যে
যেন সবাইকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
জীবন্ত ক'রে তোলে—
ঐক্যে—শক্তিতে—স্থৈর্য্যে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—
সম্বর্দ্ধনী হোম-তাৎপর্য্যে।

৪

আর্য্য-যতিচর্য্যা

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও—
তপঃপ্রাণ হও—
সংবুদ্ধ হও—
বীর্য্যবান্ হও—
অক্লান্ত তেজীয়ান পরিশ্রমী হও,
দায়িত্ব নিতে শেখ—
সৎসম্বর্দ্ধনী যা'—তা'র,—
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো—
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা ক'রো না—
তা'তে নিরাশী হও—
নির্ম্মম হ'য়ে ওঠ তা'তে,
নিরখ-পরখ কর নিজকে—
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
অন্তরকে সব সময় ঝকঝকে ক'রে রাখ,

কৌশলী ও তীক্ষ্মধী হও,
সদাচারে শরীর ও সত্তাচর্য্যী হও,
সৎ ও সুভাষী হও,
প্রীতি, সৌজন্য, সেবা, সহযোগিতায়
সবারই সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল নিজেকে,
কলঙ্ক, দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে
অন্যায় বা অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
আলোকে উল্লসিত থাক
এবং ক'রে তোল সকলকে—
তপশ্চেতা হ'য়ে
ধর্ম্মানুগ সর্ব্ব সৎকর্ম্মে
নিয়োজিত থেকে,
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে
জীবন-প্রবৃদ্ধি
ও স্মৃতিবাহী চেতনার পথকে
অনুসন্ধান কর—
এবং তা' বাস্তবীকরণে বিহিত ব্যবস্থাবান্ হও,
আর, সব-কিছু নিয়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
এই হ'চ্ছে—
যা'-কিছু সবেরই পরম সার্থকতা।

৫

শ্রমণ-চর্য্যা

শ্রমণ!
শ্রমকে সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তোল—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে—
আহুতি দিয়ে নিজেকে—তাঁতে,

যা' করবে তা'কে যথাসময়ে
বিহিত উপায়ে সুসম্পন্ন ক'রে তোল—
উপচয়ে,
তপঃপ্রবৃত্তিকে অচ্যুত নিষ্ঠায়
ইষ্টানুশাসনে সক্রিয় সার্থক ক'রে তোল,
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়
তোমার জীবনে যেন চিরপ্রতিষ্ঠ থাকে
চিরায়ু হ'য়ে,—
তাই ব'লে, হিংসাকে প্রশ্রয় দিও না,
সদাচার সুপরিপালন-তৎপর হও—
শরীরে, মনে এবং আধ্যাত্মিকতায়—
বিহিত সামঞ্জস্যে,
যখন যে-কোন প্রবৃত্তিই
তোমার মনে আবির্ভূত হোক না কেন—
নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানে
সৎসম্বর্দ্ধনী ক'রে
তা'র মোড় ফিরিয়ে
ইষ্টার্থ-পরিপূরণী ক'রে তোল,
সৎসম্বর্দ্ধনী সুচিন্তা
যা'ই মনে আসুক না কেন—
বিহিত সময়ে—বিহিত রকমে
প্রীতি-সৌকর্য্যে তা'কে মূর্ত্ত করে তোল—
বাস্তবে,
মনে রেখো, তোমার পরিরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ
নিহিত আছে তোমারই পরিবেশে,
আর, পরিবেশের
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণই
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী—
মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ,

তাই, তোমার শ্রম যেন বিমুখ না হয়
তাদের সেবায়,
নিরখ-পরখ কর নিজেকে—
আত্মবিশ্লেষণে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
চরিত্রে এমনতর সমাধানী ঔজ্জ্বল্য
সৃষ্টি কর—
যাতে সবাইকে আলোকিত ক'রে তোলে—
প্রীতি, সৌন্দর্য্য ও সৌহার্দ্দ্যের আলিঙ্গনে—
শ্রদ্ধার্হ চলনে—
প্রত্যেকটি অন্তরে,
কাম, কাঞ্চন ও যশোলিপ্সাকে
অন্তঃস্থল হতে বিদায় ক'রে দাও—
নিরাশী হ'য়ে—নির্ম্মম হ'য়ে,—
তা'রা যেন তোমাকে কিছুতেই
প্ররোচিত করতে না পারে,
প্রীতির অবদান যা' পাও—
যা' অন্যকে কিছুতেই পীড়িত না করে—
উদ্দীপনী আগ্রহ নিয়ে
প্রাণবন্ত যে-দান তোমার কাছে—
তা'ই পেয়েই তৃপ্ত থেকো,
অসৎ-প্রতিগ্রাহী হ'তে যেও না—
লোভপরবশ হ'তে যেও না—
তা' সম্মানেরই হোক
যশ যা ঐশ্বর্য্যেরই হোক,
কৃতকৃতার্থতাই যেন তোমার আত্মপ্রসাদ হয়,
প্রবুদ্ধ যিনি—
বরণীয় যিনি—
সৎসম্বর্দ্ধনী তদ্‌গোষ্ঠী যেখানে—
তাঁকে পরিপালন ক'রে
পরিপোষণ ক'রে—

পরিপূরণ ক'রে
কৃতার্থ হ'য়ো,
ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বাড়াবাড়ি করতে
যেও না,
ব্যভিচারও ক'রো না,
বাস্তবতায় সক্রিয়ভাবে
বাক্যে ও কর্ম্মে—
এক-কথায়, চরিত্রে ধর্ম্মকে মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
নজর রেখো, কথায় এবং কাজে
তা'র ব্যতিক্রম না হয়,
মিতভাষী হ'য়ো,
প্রীতিকে প্রজ্জ্বলিত রেখে
ইষ্ট বা আদর্শকে দেদীপ্যমান রেখে
মন্দ যা' তা'কে নিরোধ ক'রো—
তা'তে যেন সম্প্রীতিই সংস্থাপিত হয়,
তেজ ও বীর্য্যকে এমনতর দীপ্ত ক'রে রেখো—
যা'তে সব ব্যাপারে—
সব দিক দিয়ে—
সকল কর্ম্মে—সমস্ত মননে
সার্থকতার জলুস নিয়ে
অভিনন্দিত ক'রে তোলে তোমাকে—
কুশল-কৌশলে,
যাই কিছু কর—
যা'ই কিছু ভাব—
যা'ই কিছু দেখ—
সব তা'র ভিতর
অমৃত-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে চ'লো—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে,
স্মৃতিবাহী চেতনা
যেন জাগরুক হ'য়ে ওঠে তোমাতে—
তোমার সব করা—সব হওয়া—

সব পাওয়াই যেন
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
প্রিয়পরমে—
মহাচেতন-সমুত্থানে।

৬

পূর্ব্বপূরময়মাণ, সৎসম্বর্দ্ধনী
যে-কোন দ্বিজাধিকরণই হোক না কেন—
মনে রেখো—
তা' তোমারও
তদ্‌যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান,
সে-দ্বিজাধিকরণের প্রবর্ত্তন
যা' হ'তে হয়েছে—
তিনিও তোমারই পূর্ব্বতন তথাগত,
তোমার বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্মে অচ্যুত থেকে
তাঁদের সবারই অমৃতবাণী
কুড়িয়ে নিয়ে—
সামঞ্জস্য ও সমাধানে
তোমার অনুকূল ক'রে—
নিজ সত্তাপোষণী ক'রে তুলো—
বিদ্বেষ ও বিরোধকে নিরোধ ক'রে—
বর্ত্তমান বরণীয় পূরয়মাণ যিনি তাঁতে
দাঁড়িয়ে—
তাৎপর্য্যকে আহরণ ক'রে
আদর্শে অটুট থেকে,
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের
যে-কেউ হোক না কেন—
তোমার অনুপ্রাণনায় সংবুদ্ধ হ'য়ে
আপূরণ-সম্বেগে
কেউ যদি শ্রমণত্বের প্রার্থী হয়—

অচ্যুত নিষ্ঠায়,
তা'কে কিন্তু ফিরিয়ো না,
তা'রও কিন্তু দাবী আছে
তোমার কৃষ্টিসম্পদে।

৭

তথাগত যাঁ'রা—
তাঁ'রা স্বভাবতঃই পূর্ব্বপূরয়মাণ,
তাঁ'রা কোন সম্প্রদায়
বা দ্বিজাধিকরণের কয়েদ নয়কো,
উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেখানে যেমন প্রয়োজন
তাঁদের আগমনও সেখানে তেমনি,
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন
যে-কেউই হোক না কেন—
বা বন্য বর্ব্বর জাতিই হোক না কেন—
প্রয়োজনের আকূতি-আহ্বানে
তাঁ'রা এসে থাকেন—তেমনতরভাবেই—
সর্ব্বসমন্বয়ে, একত্বের আবাহনী নিয়ে
ঐক্যের অমৃত-পরিবেষণে—
বৈশিষ্ট্যবিধ্বংসী না হ'য়ে—
বরং পূরয়মাণ উৎকর্ষাভিনন্দনে,
তোমরা কেউ যদি ভেবে থাকো—
তিনি তোমাদের মধ্যেই কয়েদ—
সে একটা বর্ব্বর ধারণা ছাড়া
আর কিছুই হবে না কিন্তু,
বরং বঞ্চনার একটা
ফাঁদ পেতে রাখছ তা'তে,
তিনি গুরু—
তা' সব সম্প্রদায়েরই—
সব ব্যষ্টিরই—সব সমষ্টিরই,

সব তিনিই— সেই তিনি,
—একটা সৎসম্বর্দ্ধনী সমন্বয়ী
সমাধানের মূর্ত্ত বিগ্রহ—
বাস্তব জীবনে—বাস্তব কর্ম্মে—
বাস্তব প্রজ্ঞায়।

৮

পরম আগ্রহে সঙ্কল্প কর,—ইষ্টসংশ্রয় কিংবা
শিক্ষকের সংশ্রয় থেকে
যে-কাজে যখনই
যেখানেই যাও না কেন—
সন্ধিৎসায়—
উদ্বোধনার পরিবেষণে—
তৃপ্ত ক'রে, তৃপ্ত হ'য়ে—
সার্থক কিছু-না-কিছু—
ওঁর জন্য সংগ্রহ ক'রে
আনবেই কি আনবে,
সম্ভব হ'লে এটা প্রত্যহ—
বাড়বে এতে শৌর্য্য, সহৃদয়তা,
অর্জ্জী-প্রবণতা, শিষ্ট সুচারুতা—
আর, এতে আধিব্যাধি হ'তেও
অনেকটা রেহাই পাবে,
সহযোগী পারিপার্শ্বিকে
ক্রমেই স্বস্থ হ'য়ে উঠতে থাকবে।

৯

তুমি কী করতে চাও—
কেন চাও—
এ চাওয়াটার উদ্ভব হ'ল

কী ক'রে তোমাতে—
তোমার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ
সমাবেশগুলির একটা বিশেষ নিয়ন্ত্রণে
এ অবস্থার সৃষ্টি
হয়েছে কিনা তোমাতে?
যদি তা' হ'য়ে থাকে—
তোমার প্রকৃতিই
বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতের
ভিতর-দিয়ে
এমনতর চাওয়ায় উপনীত হয়েছে—
এই-ই যদি হ'য়ে থাকে
তবে ঐ চাওয়ায় তোমার আগ্রহ কেমনতর?
এই কি উদগ্র হ'য়ে
তোমাকে উদ্যমাকুল করে তুলেছে?
না—এই আগ্রহের ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রবৃত্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের
পরিপোষণী টান
তাঁ'র প্রয়োজন-ক্ষুধা মিটানোর পথ খুঁজছে?
যদি তা' হ'য়ে থাকে
তোমার এ চাওয়াটা কিন্তু চাওয়াই নয়—
এ নিরর্থক,
তুমি পারবে না এটা মূর্ত্ত করতে,
আর, বাস্তবেও তা'কে
আয়ত্ত করতে— পেতে,
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকে
তুমি পারবে হয়তো;
যা' করতে যাচ্ছ সে-চাওয়াটা
যদি অমলিনই হ'য়ে থাকে—
তোমার ঐ উদগ্র আগ্রহ কি
ক্ষুদ্রস্বার্থী বা অন্যস্বার্থী প্রয়োজন-পূরণকে

উপেক্ষা করতে
নির্ম্মম ক'রে তুলেছে তোমাকে স্বভাবতঃ?
নিরাশীও ক'রে তুলেছে—
প্রচেষ্টায় অক্লান্ত ক'রে তুলে—
কুশলকৌশলে?
তোমার চাওয়া কি এমনতর
কল্পনাবিভোর হ'য়ে উঠেছে—
তা' পেতে হ'লে যা' করতে হয়
তা'র পথগুলিও কি ফুটে উঠেছে
তোমার কল্পনার চক্ষে—
পর্য্যায়ী রকমারি নিয়ে—
ভালমন্দ খুঁটিনাটি পক্ষ-বিপক্ষের
মাঝখান দিয়ে—
ব্যবস্থিতির স্বতঃ-উৎসারণায়—
সমাধানে?
যদি তা' হ'য়ে থাকে
অন্তরে তুমি অনেকখানি এগিয়েছ,
তোমার চাহিদা যদি অমলিন
আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব হ'য়ে
প্রকৃতিতে আবির্ভূত হ'য়ে থাকে—
তবে এগুলি স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে
তোমাতে অবিলম্বে;
আর, তা' না হ'য়ে থাকলে
এখনও তোমার ও-চাওয়াটা—
অনাবিল হয়নিকো,
তাই, এমনতর অবান্তর কিছু সৃষ্টি করছে
যা' দিয়ে তোমার ঐ
পরিকল্পনার বাস্তব পরিণয়ন
বিলম্বিত ক'রে তুলতে পারে,
যদি তা' ক'রে থাকে—

তখনও তুমি শুদ্ধ হ'য়ে ওঠনি,
আবিলতা তখনও আছে,
প্রণিধান প্রাণবান্ হ'য়ে ওঠেনি
তখনও—
যা'র দীপ্তিতে তোমার পথ পরিষ্কার
ও সহজ হ'য়ে ওঠে—
সময় ও সুযোগকে ধ'রে
ত্বরান্বিত ক'রে তোলে,
ঐ চাওয়ার ভিতর
অনেক স্বার্থসন্ধিক্ষু
প্রবৃত্তি-পুঁটলি
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু!
তাই, দৃষ্টি তোমার
স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠেনি এখনও;
আবার, মনে কর তেমনতর কিছু নেই,
ঐ করার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে
এমনতরই সক্রিয় উদগ্রীব ক'রে তুলেছে—
একটা উদগ্র উদ্যমে—
যা'তে করার ভিতর-দিয়ে
ওটাকে মূর্ত্ত করা ছাড়া
কোন উপভোগই মুগ্ধ করতে পারছে না—
মজিয়ে তুলতে পারছে না তোমাকে,
ভেবে দেখ—
তা' করতে কী কী প্রয়োজন,—
সে-প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ করতে থাক,
আবার, ঐ সংগ্রহগুলির বিন্যাস ও ব্যবস্থা
কেমনতর ক'রে করলে
তোমার উদ্দেশ্যের পরিপূরণ হ'তে পারে
তেমনি ক'রে তাদিগকে নিয়োজিত ক'রো—
যা' অন্তরায় ঘটাতে পারে তা'র নিরোধ ক'রে,

আরও মনে রেখো, তোমার চাওয়া
যেন এমনতর কিছু চেয়ে না বসে—
যা' অন্যের প্রতি
একটা হৃদয়বিদারক
সংঘাত সৃষ্টি করে,
বরং তোমার আপূরণে
তা'রাও যেন পরিপূরিত হয়—
তোমার চাহিদা তা'দের কাছে
আপাত-বিক্ষোভী হ'লেও,
বিদ্বেষ বা হিংসার বিষে
কা'রও হৃদয়কে জর্জ্জরিত ক'রে না তোলে,
তোমার কৃতকার্য্যতা যেন
আশীর্ব্বাদ বিচ্ছুরণ ক'রে
অভিনন্দিত করে সবাইকে—
প্রীতি-উৎসেচনী সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়—
এমন-কি যে তোমার শত্রু তা'কেও,
তোমার যদি এতে আরও লোকের
প্রয়োজন হয়—
তোমার অনুপ্রেরণা যাদিগকে
ঐ অমনতর ক'রে তুলেছে—
একটা স্বতঃ-সঙ্গতির যৌথ-একতায়—
স্ববৈশিষ্ট্যে—
তা'রাই কিন্তু তোমার বান্ধব—
সহকর্ম্মী—
তা'রাই তুমি—তুমিও তা'রাই;
যখনই দেখলে এদের ভিতর
বিদ্বেষ, বিপাক বা স্বার্থচাহিদা
এসে উপস্থিত হয়েছে—
বুঝবে তাদের আগ্রহ
অমনতরভাবে উদ্দীপ্ত হয়নি

তা'র ভিতর আবিলতা ঢের আছে—
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ হীনম্মন্যতার হাতছানির
মোহ থেকে
তখনও রেহাই পায়নি
তা'রা কিন্তু,
আর, সে উদ্যম-আগ্রহ
তাই তা'দের চরিত্রেও প্রতিফলিত
হ'য়ে উঠছে না,
তা'রা ওর ভিতর-দিয়েই
একটা অনাসৃষ্টির সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের অতটুকু স্বার্থের জন্য
হয়তো সব জিনিসটাই পণ্ড ক'রে দিতে পারে,
তা'দের নিয়ে যদি চলতে হয়—
—প্রীতিপূর্ণ, মিষ্টি অথচ কড়া
নজর রেখে—
তেমনি ব্যবহার নিয়ে—
তীক্ষ্ণ আপদ-বিচ্ছেদী ব্যবস্থায় প্রস্তুত থেকে,
ঐ রকমের ভিতর-দিয়ে অনেক সময়ই
তা'দের উদ্যমও উদগ্র হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, ঐ উদগ্র উদ্যম
যা' চরিত্রে ফুটে উঠেছে
তোমার বা তোমাদের—
ঐ চরিত্রে এমনতর একটা চুম্বকত্ব
সৃষ্টি করে—
কথায়-বার্ত্তায়—চালচলনে—
আচার-ব্যবহারে—রকমে-সকমে—
পরিস্থিতিতে তা'রা যাদুদণ্ডের মত
কাজ ক'রে যায়,
অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফেলে—লহমায়;
যুক্তি, জেল্লা, প্রীতি তা'দের

চরিত্রে মহিমান্বিত হ'য়ে—
যেখানেই যাক না কেন—
তা'দিগকে আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
কৃতিসম্বেগও অঢেল হ'য়ে ওঠে
তাদের ভিতর,
যেখানে যে-অবস্থায় যেমনটি করণীয়—
চতুর চলনে সুকৌশলে
নির্ব্বাহ্ করবার ধাঁজও
তাদের ভিতর যাদুকরের মতন
মাথা তোলা দিয়েই থাকে—
বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে—
ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দক্ষ তৎপরতায়,
আর, যাতে
পাওয়াটা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
খুঁটিনাটি-সহ প্রত্যেক যা'-কিছুর সমাবেশে—
তা' মূর্ত্ত ক'রে ফেলতে
বিশ্বকর্ম্মারি মতন
সিদ্ধহস্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা,
পরিস্থিতির এমনই
স্বস্থ বিন্যাস ক'রে তোলে—
সহজ সলীল গতিতে
যা' চাচ্ছ তা' মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
নন্দন-সুষমায় বিভোর হ'য়ে।

১০

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি—
তিনি যা' বলেন—
হয় তা' পরিপালন কর সর্ব্বতোভাবে—
আত্মপ্রসাদে—

ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, আপসোসকে
জলাঞ্জলি দিয়ে—তৃপ্তির সহিত,
নয় তা'র পূরণে—বিচার ক'রে
যেমনতর সঙ্গত বিবেচনা কর—
ন্যায্যতঃ সম্ভব যা' তোমার পক্ষে—
বুঝে-সুঝে জীবন দিয়ে তা'কে
উদ্‌যাপন করতে চেষ্টা কর,
মাঝামাঝি যে-কোন দিকই
সমীচীন হবে না কিন্তু;
জীবনে প্রেয়-প্রতিষ্ঠার দুটিই পথ—
হয় আম্‌মোক্তার-নামা দাও—
নয় তপশ্চরণ কর,
তোমার পক্ষে যেটা শোভনীয় তা'ই কর—
প্রতিষ্ঠা পাবে প্রেয় তোমাতে।

১১

ইষ্টার্থে যা'রা সব হারায়—
যা'-কিছু উৎসর্গ করে—
হাজারগুণে তা'রা পায়ই তা'—ইহ জীবনেই—
পরে হয় অনন্ত জীবনের অধিকারী,
আর, তা' যা'রা করেনি বাস্তবে—
তা'রা অনুসরণও করেনি—পায়ওনি।

১২

তোমার ইষ্ট যিনি—
একমাত্র তাঁ'কেই ধারণ কর সর্ব্বতোভাবে—
চলনে, চরিত্রে—কায়মনোবাক্যে,
তাই তোমার ধর্ম্ম;
যা'-কিছু কর, তা' কর একমাত্র

তাঁ'রই জন্য,
তাঁ'রই পরিপোষণে, পরিবর্দ্ধনে, সেবায়—
তা'ই তোমার কর্ম্ম;
একমাত্র তাঁ'তেই থাক—
তা' সব রকমে—সম্বোধি নিয়ে,
তা'ই তোমার সত্তা—পরমপুরুষার্থ।

১৩

আর্য্যত্রয়ী

(১) তথাগতে অচ্যুত হও,
আত্মস্থ হ'য়ে নিজকে বিশ্লেষণ কর—
পর্য্যালোচনায়;
(২) দুঃখপ্রসু যা' তা'র নিরাকরণ কর,
শীলকে সংস্থাপন কর—
সক্রিয় চলনে—চিন্তায়,—
সত্তাপোষণী চলনই শীল;
(৩) সত্তাসম্বর্দ্ধনী সদাচারসম্পন্ন হও—
সার্থক অন্বয়ে—ধর্ম্মে—তথাগতে।

১৪

আর্য্যপঞ্চক

(১) কঞ্জুষের মত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হও
অচ্যুতভাবে—বিপত্তি ভেঙ্গে—
সব রকমে—সব ব্যাপারে—
তথাগতদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না ক'রে,
উদার হও—উপচর্য্যাতে—সত্তাবর্দ্ধনীতে।
(২) ঘৃণা ক'রে কাউকে ত্যাগ করো না,

কিন্তু ঘৃণ্য যা' তা' হ'তে রিক্ত থেকো—
আর, অপরকেও করো—নির্ব্বিরোধে;
(৩) মানুষের অসময়ে যথাসাধ্য
সাহায্য ক'রো তা'কে—
যথাসম্ভব পরপ্রত্যাশী না হ'য়ে
স্বোপার্জ্জনী সক্রিয়তায়;
(৪) প্রীতি-অবদান বিহিত যা'—তা'কে
অবজ্ঞাও ক'রো না—
দাবীও ক'রো না—
অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে,
মানুষের ভারও হ'তে যেও না;
(৫) সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার্হ সেবাপ্রাণ
হ'য়ে চ'লো—
তা' যেই হোক না—প্রত্যেকের কাছে—
আদর্শে অটুট থেকে,
প্রত্যেক চলনায় তপতৎপর
ও সদাচারী হ'য়ে,
ঈর্ষ্যা, অনৈক্য, অভিমান
ও স্বার্থপ্রত্যাশাকে পরিবর্জ্জন ক'রে—
সময়কে অবজ্ঞা না ক'রে—
ইষ্টানুগ ধর্ম্মসৌকর্য্যে।

১৫

আত্মাতেই সত্তা থাকে,
তাই, সত্তার সত্ত্বই হ'চ্ছে আত্মা—
আর, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ,
আর, তদ্বেত্তাতেই তিনি সাকার,
আর, তিনিই তাঁ'র বার্ত্তিক—
এবং তিনিই ইষ্ট—রূপায়িত মঙ্গল,

অচ্যুত তন্নিষ্ঠ সার্থক অন্বিতবৃত্তি হ'য়ে
সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ চেষ্টা
সম্যক্ বোধি, সম্যক্ স্মৃতি
সম্যক্ প্রাণন স্বভাবসিদ্ধ ক'রে
মহাচেতন-সমুত্থানে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ।

১৬

ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের ভাব,
বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—
যা'র ভিতর যত ইষ্টানুগ-অন্বিত,
ফুটন্ত বা প্রদীপ্ত—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তা'র মধ্যে তত মূর্ত্ত,
ভগবত্তাও সেখানে তেমনি।

১৭

তুমি বোঝ আর নাই বোঝ—
জ্ঞানের আওতায় ধরাছোঁয়া পাও
আর নাই পাও আপাততঃ—
ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে—
ঈশ্বরের প্রতি তোমার উদ্‌গ্রীব আগ্রহ
যথাবিহিত উন্নত-চলনশীল ক'রে
তোমাকে আরোতে নিতেই থাকবে ক্রমশঃ
এটা ঠিক জেনো—
তা' সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে—
সর্ব্বতোভাবে,
এই হ'চ্ছে জানায় দাঁড়িয়ে
অজানাকে পেতে যাওয়া,
যা'তে যেমন আগ্রহ—

মানুষকে এগিয়েও নিয়ে যায়
তা'তে তেমনি,
মানুষের জীবনে অনায়ত্তকে অধিগত করার
অদম্য আকৃতিই হ'ল—
বিবর্ত্তনের গোড়ার কথা,
আর, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাও
ওতেই বিশেষতঃ।

১৮

গোড়ায় সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে—
অর্থাৎ, বুদ্ধে শরণ রেখে
ধর্ম্মে শরণ রেখে
সঙ্ঘে শরণ রেখে
সক্রিয় দায়িত্বপূর্ণ পারস্পরিক স্বতঃ সমবেদক
সহানুভূতির সঙ্গে—
কেমনভাবে দেখতে হবে কী নজরে,
কেমনভাবে কথা বলতে হবে,
কেমনভাবে ব্যবহার করতে হবে,
কেমনভাবে চলতে হবে
ও জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে—
কখন কেমনভাবে কর্ম্ম নিষ্পাদন করতে হবে—
কেমন চেষ্টায়—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,
এর সাথে-সাথে কেমন ক'রে
অন্তর-পরিচর্য্যা করতে হবে—
সম্যক্ স্মৃতি ও সম্বোধি নিয়ে—
বিদ্যুৎকর্ম্মা হ'য়েও দুঃখ স্পর্শ করতে না পারে—
এমনতর চলনকে সম্ভব ক'রে—;
এই-ই সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ
ভগবান্ তথাগত যেমন বলেছেন।

১৯

সত্তার মূলই হ'ল আত্মা,
আর, এই আত্ম-সমীক্ষুই আত্মবিৎ,
আর, তিনিই আচার্য্য,
তদন্বিতবৃত্তি ও তৎসমাহিতচিত্ত যিনি—
তিনিই বোধ করেন তাঁ'কে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—
আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক।

২০

একটা বিরাট গহ্বর কামিনী—
আর, তা'র পাশেই
আর-একটা বিরাট গহ্বর কাঞ্চন,
ওই দুটো গহ্বরের ভিতর বাস করে
দুটি বিরাট পৈশাচিক দৈত্য—
একজন মান আর একটি হ'চ্ছে বড়াই,
এই দুই বিরাট গহ্বরের মাঝখানকার
সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে
ভবসমুদ্র পার হ'তে হয়
ইষ্টানুরাগকে অবলম্বন ক'রে,
তা'র একটু বিচ্যুতি হ'লেই
সত্তাবিলোপী পতন অনিবার্য্য—
যদি অনুরাগরজ্জু শক্ত হ'য়ে না থাকে হাতে
—অচ্যুতির সহিত;
এই দুই গহ্বর পার হ'য়ে গেলেও
ঐ দৈত্য দুটো আবার
কিছুদূর পর্য্যন্ত পিছু নিতে থাকে—
শিকারের আশায়।

২১

ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানে
ঈশ্বরকে আপন ক'রে তোলা,
নিজের ক'রে তোলা,
তাঁর আশীর্ব্বাদ চরিত্রগত ক'রে ফেলা,
আর, এ করতে হ'লেই চাই ইষ্টানুরাগ—
ইষ্টের পথে চলা—
ইষ্টকে নিবিড় আপন ক'রে তোলা,—
—সেবায়, পরিপালনে, পরিপোষণে,
পরিপূরণে;
তাই, ইষ্ট যেমন আপ্ত—
ঈশ্বরও তেমনি প্রাপ্ত,
আর, প্রাপ্ত মানেই আপ্ত—আপন করা—
কথায়, বার্ত্তায়, চরিত্রে, চলনে, ব্যবহারে—
সক্রিয়ভাবে।

২২

বীজমন্ত্র

(১) অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়েই
বীজমন্ত্র জপ করতে হয়,
নতুবা বিকেন্দ্রিয়তায়
বিক্ষেপই নিয়ে আসে;
তাই, যোগের সার্থক মরকোচই হ'চ্ছে
অচ্যুত ইষ্টানুরাগ
অর্থাৎ, ইষ্টে অচ্যুতভাবে যুক্ত হওয়া—
আর, করা—সার্থকতায়।

২৩

(২) ব্যোমতরঙ্গের বিভিন্ন
রকম ও স্তর
যা' মূর্ত্ত হ'য়ে প্রকট হয়েছে—
নানা ভাবে,—রকমে—
সেই অন্তর্নিহিত তারঙ্গিক
প্রতিশব্দই হচ্ছে বীজমন্ত্র।

২৪

(৩) বীজ কথার মানেই হ'ল—
যা' দু'দিকেই গজিয়ে ওঠে—
ভিতরে—বাইরে,
বীজমন্ত্র-জপে সত্তাতরঙ্গ
এমন উস্‌কানি পায়—
যা'র ফলে বৈধানিক পরিণয়নে
অনেক কিছুরই অনুভূতি
অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র প্রতিফলনে—
বাহ্যিক দর্শনও
অন্তর্ধীসম্পন্ন হয়।

২৫

(৪) বীজ যেমন তা'র উপযুক্ত মাটিতে
যথাযথ অচ্যুতভাবে
যুক্ত না হ'লে
অঙ্কুরিত হয় না—
তেমনি আচার্য্যে, আদর্শে বা ইষ্টে
যথাবিহিত অচ্যুতভাবে যুক্ত হ'য়ে

তপশ্চরণ না করলে
বীজমন্ত্রও অঙ্কুরিত বা উদ্‌গত হয় না—
কি বাইরে, কি ভিতরে।

২৬

অভ্যাস মানে—
কোন একটা রকমের দিকে থাকা—
ঝুঁকে থাকা—
পৌনঃপুনিক করার ভিতর-দিয়ে—
এমনভাবে—
যা'তে সেই থাকাটাই সেই রকমের
আমন্ত্রক ও উদ্যোক্তা হ'য়ে ওঠে।

২৭

নিয়ত মন্ত্র জপ কর—ভাব,
এমনতরভাবে
যা'তে তা'র অর্থ
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে ওঠে তোমাতে ক্রমশঃ,
আর, সাথে-সাথে ইষ্টমনন কর—
ইষ্টবিষয়ক, চিন্তার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে
তোমার ইষ্টে—
ঐ মন্ত্রের ভাবের স্ফুরণ হ'য়ে—
ক্রম-সার্থকতায়—
আত্ম-সমীক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে;
এতে তোমার বাহ্যিক
ও আভ্যন্তরীণ জগৎ—
নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে—

একটা সমাধানী উপনিবেশ সৃষ্টি ক'রে
সত্তায় সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
অচ্যুতভাবে—সক্রিয় বাস্তব প্রকরণে—
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণার ভিতর-দিয়ে
সমাধিগত হ'য়ে।

২৮

নাম-নিরতি ভাঙ্গ্‌ল যেই
বাড়ল মনের ডাঙ্গ্‌বাজী,
বৃত্তিরোচক যা' পেল তা'য়
অমনি সোজা হ'ল রাজী।

২৯

তুমি আচার্য্যের কাছে
দীক্ষিত হ'য়ে
নিয়ম গ্রহণ ক'রে
নিয়মিতভাবে নাম জপ কর—
তা'র সার্থক চিন্তা নিয়ে,
চিন্তা করতে থাক আজ্ঞাচক্রে—
তোমার মস্তিষ্কের পাদদেশে,
সে-নাম বীজমন্ত্র হ'লে ভাল হয়—
আর, সৎনাম হ'লে আরো ভাল হয়;
সৎনাম মানেই হ'চ্ছে
যে-শব্দ নিয়ে সত্ত্বকে
আলোড়িত করতে থাকলে
অর্থাৎ, জপ করতে থাকলে—
তা'র অর্থচিন্তা-সহ,

সেই শব্দের অনুপ্রসূ এমনতর কম্পন
সৃষ্টি করে—
বৈধানিক সংস্থিতির সহিত মনে—
যা'তে অন্তর্নিহিত জীবন-কম্পনকে—
ক্রমপদবিক্ষেপে
উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
তা'র কোষগুলি একটা উদাত্ত সক্রিয়তায়—
চলতে থাকে—
প্রভূত জীবন-সম্বেগে;
এই নাম জপ করতে থাক—
সাথে-সাথে গুরু বা ইষ্টতে—
সক্রিয় সেবাসম্বেগ নিয়ে
অনুরাগ যা'তে বাড়ে—
এমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে—
চিন্তা ও চরিত্রচর্য্যা করতে থাক—
উপযুক্ত জীবনবৃদ্ধিদ শরীরচর্য্যার সাথে;
তা'তে তোমার মানসিক ও শারীরিক সংস্থিতিও
ক্রমশঃ কেন্দ্রায়িত হ'তে থাকবে,
আর বিন্যস্ত হ'তে থাকবে সার্থক সমন্বয়ে—
ইষ্টানুগ আত্মবিশ্লেষণ
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে;

মনে রেখো ঠিকভাবে—
এই অনুরাগ যেন অচ্যুতভাবে
সক্রিয়তায় জেগেই থাকে তোমাতে,
এইভাবে কেন্দ্রায়িত না হ'লে
তোমার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তন
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে—
চিৎকণিকার সংস্থিতি নিয়ে
বাস্তব হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
আর, অনুভূতিগুলিও বিচ্ছিন্ন

ও বিকৃত চলনে চলতে থাকবে;
আবার, এই আবেগ যতই
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে
আকৃষ্ট অনুরাগে—
প্রাণায়াম ততই স্বতঃ হ'য়ে উঠতে থাকবে;
এমনি করতে-করতে
তোমার মস্তিষ্কের কোষগুলির মর্ম্মস্থল
উল্লসিত ক'রে
ক্রমশঃ শব্দের আবির্ভাব হ'তে থাকবে—
তপস্যার তাপপ্রভাবে,
সেই শব্দে নিবিড়ভাবে
তোমার মনকে লাগিয়ে
দক্ষিণবাহিনী যে-শব্দ
তা'কে অনুসরণ করতে থাক,
আর, অনুসন্ধান করতে থাক
তা'র ক্রম-আবিভার্বকে
স্তরে—স্তরে,
কিন্তু এর সাথে আরও যেন মনে থাকে—
তোমার চিন্তা ও চলনকে
এমন ক'রে অন্বিত ক'রে তুলতে হবে
যা'তে ভাবা, বলা ও করার ভিতর
একটা ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য থাকে—
চরিত্রকে উৎকর্ষী চলনে চালু রেখে—
গুরু বা ইষ্টকে বাহ্যতঃ
ও আন্তরিকতায় কেন্দ্র ক'রে
এমনতরভাবে
যেন তোমার ভিতর তিনি
তাঁর মত ক'রে ভাবছেন, বলছেন,
চলছেন, করছেন,
তোমার চিন্তা-চলন করণ—

তাঁর প্রতি অনুরোগোচ্ছল
সত্তাসম্বর্দ্ধনী সেবাপ্রাণতার
প্রতিক্রিয়া-মাত্র—
তুমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী;
কেননা, এর ভিতর-দিয়েই
একটা সুষ্ঠু সংশ্রয়ে
বৈধানিক সূক্ষ্ম উদগম
ক্রমিকতায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
বাস্তব পরিণতি লাভ ক'রতে থাকে—
অর্থাৎ, মেধার উদগম হ'তে থাকে;
আর, এই শব্দ অনুসরণের সময়—
মনে ভেবো, তোমার ইষ্টের
শব্দায়িত মূর্ত্তিকেই অনুসরণ ক'রছ—
একটা অনুসন্ধানী আবেগ নিয়ে,
এমনি করতে-করতে তোমার
অন্তর্নিহিত মস্তিষ্ক
এবং তদনুপাতিক শারীরিক কোষগুলি
এমনতর সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে—
যা'তে তুমি সূক্ষ্মতম সাড়া
ও সূক্ষ্মতম ধৃতি যা' কিছু
তোমার ভিতরে আবির্ভূত হয়—
তা' বোধ করতে পারবে,
বুঝতে পারবে এবং ধরতে পারবে,
আর, আবির্ভূত হবে অনেক মরকোচ
যা' হ'তে তোমার প্রত্যয় ও প্রণিধান
সুষ্ঠু ও সম্বুদ্ধ হ'য়ে ক্রমপর্য্যায়ে
উন্নত হ'তে থাকবে,
আর, এরই ভিতর-দিয়ে
আসবে দর্শন—
আসবে সমাধি—

আসবে প্রজ্ঞা;
আর, তা'রই আরতির ভিতর-দিয়ে
ফুটে উঠবে তোমার—
চেতন-সমুত্থান,
পাবে, তৃপ্তি, পাবে শান্তি,
পাবে কৈবল্যের কলস্রোতা
মুক্ত অভিযান।

৩০

সার্থক তপস্যায়

ইষ্টে নিবিষ্ট হও—
তপে, চলনে চরিত্রে,
যুক্ত থাক—
চিত্তবৃত্তি নিরোধ হোক তোমার—
বিশ্লেষণে, নিয়ন্ত্রণে,
সামঞ্জস্যে,
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে,
তুমি সাক্ষী হ'য়ে থাক—
দেখ—তোমার মনে যা' ভেসে আসে—
চ'লে যেতে দাও তা'কে,
ঐ বৃত্তিতরঙ্গে জড়িয়ে ফেলো না তোমাকে;
অভিভূত হ'য়ো না তা'তে—
ইষ্টানুরাগে উদ্বুদ্ধ রেখে তোমাকে,
যা' তোমাকে আঁকড়ে ধরে—
নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে
একটা সমাধানে দাঁড়িয়ে—
প্রজ্ঞাকে কুড়িয়ে নাও তা' হ'তে
সত্তা-পরিপোষণী ক'রে,
ইষ্টনিবিষ্ট না থাকলে

হয়তো তলিয়ে যাবে
বৃত্তি-প্রবিষ্ট হ'য়ে—
ফের ঘোরে পড়তে হবে
অনেকখানি—তা'তে কিন্তু,
যে-সংস্কার, যে-বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
তোমার সত্তা হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে—
চলৎশীল পরিবেষ্টনে—
পরিবেশের সঙঘাতে
নানা সময়ে
নানা রকমারিভাবে
সক্রিয় হ'য়ে তোমাকে
তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তুলছে—
নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সামঞ্জস্যে
সংবোধী সমাবেশী সমাধানে—
তা'দিগকে সার্থক ক'রে তোল—
সত্তাপোষণী ও সম্বর্দ্ধনী ক'রে,
জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে তা' যেন
আর তৃষ্ণার সৃষ্টি ক'রে
রকমারিতে তোমাকে মূর্ত্ত করতে না পারে—
নানাভাবে;
তোমার সত্তা
পার্থিব খোলস প'রে রয়েছে—
পার্থিব উপাদানের ভিতর-দিয়ে—
সে নিজের সংরক্ষণী যা'
তা' আহরণ করছে,
অন্তর্নিহিত আবেগও
হাত বাড়িয়ে চলছে তা'ই ধরতে
যা' তা'র পরিপোষক,
আর, যা' পার্থিব উপাদানের বাইরে—
তা'কে স্থূলই বল আর সূক্ষ্মই বল

সে তা'কে কিন্তু ধরতে পারছে না—
—অনুরাগ দিয়ে,
কারণ, তা'র এমন রূপ নেই—
যা' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য;
তাই, যদি নিজেকে মুক্তই করতে চাও—
তোমার এমনতর একটা
মূর্ত্ত জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন
যাঁর অনুভূতির আওতায় এসেছে
নির্ম্মল চৈতন্য—
সমাধিগত হয়েছে চরিত্রে তা',
এমনতর একজন—
যাঁর সাড়া ও আকর্ষণে
আবেগ-সংবদ্ধ হ'য়ে
তাঁর সার্থকতায়
তুমি তোমার নিজেকে—
তোমার যা' কিছু নিয়ে
সংন্যস্ত করতে পার—
তাঁ'রই পরিপোষণায়—
পরিপালনায়—
পরিপূরণায়;
নয়তো, মনগড়া একটা কিছু নিয়ে
যদি চলতে থাক—
তোমার আবেগ ধরতে পারবে না তাঁ'কে—
পাগলা হ'য়ে উঠবে,
ইতস্ততঃ নানারকম ফাঁকা
আত্মপ্রসাদী জলুসের পোষাক প'রে—
দার্শনিক তাত্ত্বিকতার ভাঁওতায়
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার বাস্তব নজর—
বাস্তব সমীক্ষা—
হয়রাণ হ'য়ে

দেখিয়ে দেবে একদিন—'সব ফক্কা',
তোমার পার্থিব বা পিণ্ডী মনকে
কেন্দ্রনিবদ্ধ ক'রে
ভূমায়িত ক'রে তোল ব্রহ্মাণ্ডী মনে,
আবার, ঐ ব্রহ্মাণ্ডী মনকেও
অমনি ক'রেই
ক্রমাধিগমনে
আরও নিস্মর্লতায়
ঐ কেন্দ্রপথ দিয়েই ছেঁকে
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল—
নির্ম্মল চৈতন্যে—
যেখানে যেমনতর অবস্থা আসবে—
সেখানে তেমনতর ব্যবস্থা করবে—
সত্তাপোষণী করে;
সাধনার এই-ই মোটামুটি রকম।

৩১

তোমার তপশ্চরণ এমনভাবেও চলতে পারে—
তুমি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থাক—
মন্ত্রতপা হ'য়ে,
আর, প্রবৃত্তিগুলিকে রাঙ্গিয়ে তোল—
ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়,
আর, তদনুপাতিক সংস্কার, বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে
সক্রিয়ভাবে সাজিয়ে তোল
এর অন্তরায়ী বাহ্যিক বা মানসিক
যা'-কিছু আসে তা'কে
উৎক্রমণী ক'রে
অনুকূল নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্যে নিয়ে এস—
দেখে—বুঝে—ভেবে—সুকৌশলে—
—আবেগের টানে,

তা'র ভিতর থেকে আবার
পরিহার কর সেগুলিকে—
যা' খাপ খাইয়ে তুলতে পারছ না,
আপনিই সংস্থ হ'য়ে উঠবে সেগুলি,
সেগুলিতে নজর রেখো,
অভিভূত না হ'য়ে ওঠ,
সঙ্গে-সঙ্গে তপের উপদেশ-অনুযায়ী
তপশ্চরণ করতে থাক,
এমনি ক'রে-ক'রেই সমস্ত 'তহ্ন'
অর্থাৎ তৃষ্ণা
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে
ইষ্টে—
ইষ্টার্থপূরণী ঝোঁকে ভূমায়িত হ'য়ে
তাঁ'তেই কৈবল্য লাভ করবে—
নিবৃত্তির মহাসার্থকতায়,
সমাধিগত হ'য়ে উঠবে
তোমার ইষ্টরঙ্গিল সত্তা—
প্রণিধানে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে
প্রত্যয়ী চলনে,
ভূমাচৈতন্য অধিগত হ'য়ে উঠবে তোমার।

৩২

যে-কোন চিন্তা, ব্যাপার
বা বিষয়ের থেকে
শরীর ও মনকে
সরিয়ে নেওয়াই হ'ল—
প্রত্যাহার।

৩৩

প্রাণায়াম

অচ্যুত, একনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'র বিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যের
বিরাম এনে
প্রাণন বা বাঁচন-ক্রিয়ার
সুপরিবেষণই প্রাণায়াম,
ইষ্টানুগ অচ্যুত অনুরাগের সহিত
মন্ত্র-জপ—
বা ঐ অনুরাগপোষণী মন্ত্র-মননের সহিত
বিহিতভাবে পূরক, রেচক, কুম্ভকাদি দ্বারা
এই ক্রিয়া সাধারণতঃ সাধিত হ'য়ে থাকে।

৩৪

যম ও নিয়ম

যম মানেই নিজেকে সংযত রাখা,
আর, এই সংযত রাখতে হ'লেই
নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হয়
আদর্শে বা ইষ্টে—
তাঁ'রই পরিবর্দ্ধনী সেবাসৌকর্য্য-স্বার্থে,
আর, নিয়ম মানেই হ'ল—
নিজেকে সংযত রেখে
ঐ সংযত চলনায়
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া
যা'তে ব্যর্থতার বেভুল পরিখায়
পা দিতে না হয়।

৩৫

জপ

জপ্য যা'—
তা' পুনঃ-পুনঃ মননে আবৃত্তি ক'রে
প্রাণন-উদ্দীপনে তা'র অর্থকে
আরোতে পরিস্ফুট করাই
জপের তাৎপর্য্য।

৩৬

ধ্যান

ইষ্টে অচ্যুতমনন হও,
বৃত্তিগুলি অন্বিত ক'রে তোল—
তৎস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-সার্থকতায়,
প্রণিধান-তৎপর থাক—তদর্থভাবনায়,
শ্রদ্ধার্হ সেবা-সার্থকতায় সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হও,
সিদ্ধান্ত সক্রিয়তায় বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
আর, এই হচ্ছে সার্থক ধ্যান।

৩৭

ভেবো—
বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখো—
কী কাজ, কোন্ কথা বা ব্যবহার
গড়িয়ে গিয়ে
ভবিষ্যতে কী রূপ নিতে পারে,
আর, কী করলে—
কেমন ক'রে কইলে বা ব্যবহার করলে—
কোন্ কথা বা ব্যাপার

কখন কেমন ক'রে প্রকাশ করলে—
বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে
তোমার ইষ্টার্থী উদ্দেশ্যসাধনের
অনুকূল হ'য়ে দাঁড়ায়—
পরিপন্থী না হ'তে পারে কিছুতেই,
যত নিখুঁতভাবে
এমনতর চলতে পারবে—
বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে,—
লোকের কুৎসিত বা বিকৃত সমালোচনাকে
ব্যাহত ক'রে
সুফলে এগিয়ে যেতে পারবে ততই।

৩৮

তপ

তপের মরকোচই হ'ল
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারকে
নিয়ন্ত্রণী সমাবেশে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা—
সক্রিয় উপচয়ে—
যা' সার্থক হ'য়ে উঠে
অধ্যাত্ম জীবনকে
উৎকর্ষ-উচ্ছল ক'রে তোলে।

৩৯

সৎ-ও-অসৎসঙ্গ নির্ব্বাচনে

তপঃপ্রাণ সক্রিয়
এবং সদাচারী যা'রা—
তাদের সাহচর্য্য সাধারণতঃই

এমন অনুপ্রেরণা দেয়—
যাতে অন্তঃকরণ
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তদনুকূল সক্রিয়তায়;
আবার, অশিষ্ট, অসদাচারী,
অসৎপ্রকৃতিদের সংসর্গ
অবনতিকেই আমন্ত্রণ করে—
ক্রমবিষক্রিয়ায়;
তাই, যা' চাও—
তেমনি বেছে নিও।

৪০

পূৰ্ব্ব কৰ্ম্ম-নিয়ন্ত্রণে

পূৰ্ব্বে যা' করেছ
সেগুলিকে টুকটাক ক'রে
সবই স্মরণপথে নিয়ে এস,
তা'কে বিশ্লেষণ কর সম্যক্‌ভাবে
অন্বিত ক'রে তোল—
উৎকর্ষে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল
খ্যাপনে—নিয়ন্ত্রণে—
প্রণিধানে,
প্রত্যয়ে সার্থক ক'রে তোল,
তলিয়ে যেন না যায় সেগুলি—
তোমার স্মৃতির অন্তরালে,
বেশ ক'রে খতিয়ে বাজিয়ে
দেখে নিও সেগুলিকে,
আর, এখনকার অবস্থায়
চলতে-চলতে
সেগুলি পরিণাম নিয়ে
বৰ্ত্তমানে যে-রূপে হাজির হয়েছে—
তা'দিগকে সাক্ষাৎকার ক'রে

সামঞ্জস্য ও সমাধানে
উৎকর্ষে বাস্তব সক্রিয়তায়
চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে,
বুঝ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা
অবস্থান্তরের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে
তোমাকে অভিনন্দিত করবে—
"ক্রতো স্মর—
কৃতং স্মর—
ক্রতো স্মর—
কৃতং স্মর।"

৪১

প্রায়শ্চিত্ত মানে চিৎ-ত্বে গমন করা
অর্থাৎ, চিত্তকে আঁতিপাতি ক'রে খুঁজে
যে-বুদ্ধি প্ররোচিত ক'রে পাতিত্য ঘটিয়েছে
তা'র অপসারণ ক'রে,
আদর্শ বা কৃষ্টিপথে যথাবিহিত চলা,
আর, বৈধানিক ক্ষতির অনুপূরকরূপে
আহার, ঔষধ ও উপবাসের
ব্যবস্থা করা।

৪২

স্বাস্থ্য-দেহে ও মনে

স্বাস্থ্য, মন ও প্রাণ পরিশ্রান্ত হ'য়েও
সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে—
সুষ্ঠু ও পুষ্টিপ্রদ পর্য্যায়ে

ইষ্টসার্থকতায় চলছে কতখানি,—
যাই কেন কর না—
তা' স্বস্তিধর্মী কি না
ত'ার মাপকাঠি হ'চ্ছে ওখানে।

৪৩

অভক্ষ্য অন্ন

অনাচারী, অভক্ষ্যভোজী,
অগম্যাগামী, বিশ্বাসঘাতক,
চৌর্য্যবৃত্তিরত, দুষ্টকর্ম্মা,
ইষ্টকৃষ্টি-বিমুখ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিরুদ্ধ-আচারী—
শাস্ত্রে সাধারণতঃ এদেরই অন্ন ও পানীয়
দূষ্য ব'লে বর্ণিত হয়েছে—
এরা উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
ও শুদ্ধি-অনুষ্ঠান দ্বারা
সদাচারী না হওয়া পর্য্যন্ত;
কারণ, এদের দ্বারা জনগণ সহজেই
সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,
স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে,
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনাও দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে
ক্রমশঃ,
তাই, স্বতন্ত্রীকরণ ও শুদ্ধির উদ্দেশ্যে—
শাস্ত্রের এই শাসন।

৪৪

খাদ্য হওয়া উচিত সহজপাচ্য,
পুষ্টিকর, তৃপ্তিপ্রদ,

শরীরের ন্যায্য পোষক,
সদাচার-সংসিদ্ধ অর্থাৎ জীবনীয়,
সাত্ত্বিক স্বাদু।

৪৫

ভিক্ষালোভী হ'তে যেও না—
ভিক্ষা-ব্যবসায়ীও হ'তে যেও না;
ভিক্ষাটা—
নিজেকে পরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ,
সমাবেশ ও সংশুদ্ধির জন্য—
সেবাচর্য্যার ভিতর-দিয়ে—
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুকম্পিতায়,
দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই
সংবুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত করতে—
বাস্তব কর্ষণায়।

৪৬

যা'ই ভিক্ষা কর—
অর্থাৎ, যা'ই আহরণ কর না কেন—
তা' অন্ততঃ নিজের ইষ্টগোষ্ঠী
অর্থাৎ, সমতপা যা'রা একসঙ্গে আছ
তা'দের যথাপ্রয়োজন আর যথাসম্ভব
পরিবেষণ ক'রেই উপভোগ ক'রো—
সদাচারে,
তা'তে আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রসার
উভয়েরই সম্ভাব্যতাকে
সূচিত করবে।

৪৭

যা'রা সংসারী মানুষ—
তা'রা যা' রোজ উপায় করে—
তা' থেকে আগেই কিছু রেখে দিয়ে
অবশিষ্ট যা' তা' দিয়েই
সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করবে—
ঐটেই হ'ল লক্ষ্মীর কৌটা,
তবে এই করতে গিয়ে যেন
মজুতে আবদ্ধ হ'য়ে না পড়ে;
সঞ্চয়টা এই জন্য যা'তে সংসারের পেছটান
অগ্রগতিকে আটকে না দেয়,
ওটা তা'দের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা,
এমনি ক'রে বানপ্রস্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া,
সন্ন্যাসীদের কিন্তু কিছু মজুত করতে নেই,
মজুত করলেই তা'রা তপোবিমুখ
ও লোকচর্য্যায় বিরত হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ
অভাবের ভিতরও যদি
একনিষ্ঠ অনুরাগ বসবাস করে—
তবে প্রচেষ্টা ব'লে জিনিসটা জীবন্ত থাকে।

৪৮

কামচর্য্যা যেখানে সুপ্রজননে—
পরিপোষণী বৈশিষ্ট্যে
নারী ও পুরুষের মিলনও
সেখানে প্রয়োজনীয়,
শিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা' বীজ-সংক্রমিত—
গুণ ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
নানা রকমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে

ধারাবাহিকভাবে চলৎশীল—
বিধান ও প্রকৃতির অনুকূলে
তৎপূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে
প্রধানতঃ নারী ও পুরুষের মিলনে
জাতি বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের
প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে—
গুচ্ছক্রমিকতায়,
কিন্তু যত্নশীল যতি যেখানে—
কামচর্য্যা যা'দের নিজেদের কাছে
একেবারেই অবাঞ্ছিত ও বর্জ্জনীয়—
তা'দের জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য
নানান ধাঁজের হ'লেও
ক্রমানুপাতিক সদাচার-পরিপালী
একধর্ম্মী,
ইষ্টানুগ আরতির আহুতি
হ'য়ে চলেছে তা'রা।

৪৯

আমার মনে হয়,
যা'রা শ্রমণ, যা'রা যতি,
যা'রা সন্ন্যাসী—
তা'দের শাসক হ'তে নেই—
অপরিহার্য্যের আহ্বান-ব্যতিরেকে,
বিচার, নিয়ন্ত্রণ, নিরোধকে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী পরিবেষণে
আপূরণী পরিচর্য্যায় সেবানিরত রেখে
লোককল্যাণ-নিরত হওয়াই তা'দের বিশেষত্ব—
বিরোধকে ব্যাহত ক'রে—

উদীয়মান সামঞ্জস্য নিয়ে,
আর, এই নিয়ন্ত্রণ
শাসক হ'তে প্রতিটি ব্যক্তি, ব্যাপার ও বিষয়
জীবনকে যা' ক্ষোভযুক্ত ক'রে তোলে
তা'কে নিরোধ ক'রে
সম্যক্ সমীক্ষা ও বিচারে
সম্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে ওঠে যা'তে—
তা'ই তা'দের জীবনের স্বতঃ-উৎসারণা—
আত্মপ্রসাদী তীর্থ হ'য়ে ওঠা উচিত।

৫০

সব বিষয়েই সব সময়
ওত পেতে থাকা লাগে—
কোন্ সময়ে, কখন কা'কে,
কোন্ জায়গায়,
কেমন ক'রে কী রকমে
নাড়া দিলে
অবস্থাকে আয়ত্তে এনে
উপচয়ী ক'রে তোলা যায়—
নির্ভুলভাবে—বোধক্ষুধাতুর হ'য়ে
চেতন সম্বেগে জাগ্রত থেকে,
তড়িৎ-সমাধানী-তীক্ষ্মধী নিয়েই
চলতে হয়,
আর, করতেও হয় তেমনি,
ওর মক্স করতে হয়,
যা'রা এতে যত এস্তামাল—
চতুরও তেমনি তা'রা।

৫১

ইষ্টদেবে অচ্যুত হও,
আবেগ তোমার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টনিষ্ঠায়,
তাঁ'র পথে চলতে
তাঁ'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল তোমার জীবনে—
অকপট অনুবর্ত্তিতায়;
নিরাশী হও;
তাঁ'কে ছাড়া কিছুই চেও না তাঁ'র কাছে,
তবে তো নিরাশী হ'তে পারবে,
তাঁ'তে সংন্যস্ত হ'য়ে
বীরের মত তৎকর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে উঠবে,
ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হবে তুমি—
সাথে-সাথে তোমার দুনিয়াটাও—
ইষ্ট যদি তোমার জীবন্ত মূর্ত্ত বিগ্রহ হ'য়ে
তোমার সামনে থাকেন—
অকপট অনুবর্ত্তী হ'য়ে যদি চল
—তুমি ভাগ্যবান,
সম্ভাব্যতা তোমাতে অনেক বেশী।

৫২

ঠিক জেনে রেখো,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে
নির্ম্মম ও প্রত্যাশারহিত আবেগে
তৎকর্ম্মা না হ'য়ে উঠছ
উপচয়ী পদক্ষেপে—
কিছুতেই পারবে না তুমি
উপচয়ে তাঁ'কে নন্দিত ক'রে তুলতে—

আর, তোমাকেও তুমি ফাঁকি দেবে—
তেমনি ক'রেই,
কারণ, তোমাকেও উপচয়ে চালাতে
পারবে না—
বাস্তবে,—
ভার হবেই তাঁ'র তুমি,
তাঁ'র, ভার বহন করতে পারবে না নিজে;
কপট, ব্যর্থ, অনুকম্পী অজুহাত দেখানই
হবে সম্বল—
নিজেকে সমর্থন করতে
এবং অন্যের সমর্থন আকর্ষণ করতে।

৫৩

প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়
তোমার নিরাশ্রয় হওয়ার পথ
আলগা ক'রে দেবেই কি দেবে,
তাই, সাবধান থেকো কিন্তু,
—চেতন থেকো।

৫৪

যে-কোন ব্যাপার,
বিষয় বা কাজে
দায়িত্বশীল কুশল-সঙ্গতির
ব্যতিক্রম ক'রে যা'ই কর না কেন---
তা' তোমার সাফল্যের মাঝখানে
একটা ফাঁক সৃষ্টি ক'রে
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ
যে-কোন ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
এমনতর অপ্রত্যাশিত অবান্তর রকম

এনে হাজির করবে—
যা'র ফলে, ব্যর্থতা, দুঃখ, দৈন্য, আপসোস
বিপাকগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারে
তোমাকে;
যে-বিষয়ে যথাবিহিত করণীয় যা'
তা'কে উপেক্ষা না ক'রে
দায়িত্বপূর্ণ প্রীতিসঙ্গতির সহিত
ভাব ও ক্রিয়ার সহজ সৌহার্দ্দ্যে
যদি ক'রে যাও—
তবেই উহা অদৃষ্টের ধিক্কার সৃষ্টি ক'রে
চলতে পারবে কম,
রেহাই পাবে অনেক।

৫৫

আলোচনায় পর্য্যবেক্ষণ বাড়ে—
আর, অভ্যাসে বাড়ে চরিত্র,
আলোচনায় ধী বাড়ে
অভ্যাসে বাড়ে ধৃতি,
তাই, আলোচনায় ও অভ্যাসে
চরিত্র বাড়ে ধৃতি ও ধী নিয়ে,
করায় বাড়ে পারা—
পারায় থাকে যোগ্যতা।

৫৬

দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ যেখানে আছে—
যা' তোমার অন্তরে
একটা আক্ষেপ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—
সম্ভব হ'লে সে-ব্যাপার, বিষয়
বা-লোকের সহিত

একটা প্রীতি-সৌজন্যে
এমনতর মেলামেশা কর
যা'তে সে তোমাতে তৃপ্ত
ও তোমার শুভানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠে—
উল্লসিত হৃদয়ে,
অন্তঃস্থ আক্ষেপ বিদূরিত করবার
এটা একটা সুন্দর পন্থা;
আবার, কা'রও যদি ঐ-রকম
অবস্থা ঘ'টে থাকে—
অথচ তা'র উপর তা'র হাত নেই—
তুমি ভেবেচিন্তে পথ বের ক'রে
যদি এমনতর কিছু
সংঘটন করতে পার
যা'তে সে বেদনা থেকে রেহাই পায়—
স্বস্থ হয়—
তা'তে তা'র কাছে তুমি
স্বস্তির আশীর্ব্বাদই ব'য়ে নিয়ে যাবে,
সে দুর্ভোগ থেকে বেঁচে উঠবে,
নিরাকৃত হবে তা'র ঐ অন্তর্নিহিত আক্ষেপ,
পাবে তৃপ্তি—পাবে স্বস্তি,
—তা'র বুকভরা হাহাকার
থেমে যেতে পারে;
শান্তি-সংঘটক আশীর্ব্বাদেই
অভিনন্দিত হয়।

৫৭

জীবন-চলনাকে
জগৎ-চলনার সত্তায় তাল মিলিয়ে
বিবর্ত্তন-সামঞ্জস্যে চলা বা থাকা হ'চ্ছে
আত্মসংস্থর তাৎপর্য্য।

৫৮

প্রণিধান প্রবৃত্তি যা'র কৃশ—
ধারণাও তা'র স্বল্প ও অমার্জ্জিত,
অনুশীলন কর, বেড়ে উঠবে—
উৎপ্রেক্ষায়।

৫৯

দুঃখ আসবেই—
আর, তা' এসেই থাকে সবারই,
দুর্ব্বল হ'য়ো না,
তা'র নিরাকরণ কর,
আর, চলনাকে এমনতর বিন্যস্ত কর—
ভবিষ্যতে ওটা যেন
তোমাকে কমই স্পর্শ করতে পারে।

৬০

সুদর্শন মানে সম্যক্ দর্শন—
ভাল ক'রে দেখা,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা,
তোমার সুদর্শন
যা'-কিছু প্রত্যেককে এমন ক'রে দেখুক
যা'তে অন্তর্নিহিত মঙ্গলকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে,
আর, তা'রই এমনতর চক্র সৃষ্টি কর
যা'র ফলে জন ও জাতি
উৎকর্ষে অবাধ হ'য়ে চলতে পারে—
নিয়ত নির্ব্বিরোধে,
ভগবানের সুদর্শন-চক্র আশীর্ব্বাদী হ'য়ে
তোমাতে পরিশোভিত হোক্।

৬১

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্
সজাগ রেখো সব বিষয়ে—
পারস্পরিক সমন্বয়ে—সুনিয়ন্ত্রণে,
সতর্ক, সন্ধানী ক'রে রেখো—
প্রস্তুতি-উদ্যমে—
বোধ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে—
তীক্ষ্ম ক'রে,
ধরতে পারবে ঢের,
বিহিতও করতে পারবে,
এমনতর সক্রিয় প্রয়োগ
তোমার ঐ ইন্দ্রিয়গুলিকে
অমনতর উন্নতিতে
স্বস্থ ক'রে তুলবে—
অভ্যাসে—সহজভাবে।

৬২

আগে জান—
বাস্তবতায়—ব্যবহারে—বোধে—
চকিতে—সার্থকতায়,
ব্যবস্থা ক'রোও তদনুরূপ—
অভ্রান্তভাবে—
ত্রুটিকে অচ্ছেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত ক'রে—
যদি কিছু থাকে,
চমক ক্ষিপ্রতায়
যা' করণীয় তা' ক'রে ফেল—
জয় আসবে—
অন্তরায়ী জাঙ্গাল অতিক্রম ক'রে।

৬৩

ভেবে দেখ—ঝলকে,
ভরসা দাও—ভালতে,
কিন্তু ভরসা দিয়ে বিফলমনোরথ ক'রো না,
পিছে হ'টে যেও না,
ভরসা তোমার কাছে
ভাস্বর হ'য়ে থাকবে।

৬৪

কর,
তীক্ষ্ণ আগ্রহে লক্ষ্য রেখে চল—
কত কম সময়ের ভিতর
তা' সুসম্পন্ন করতে পার—
নিখুঁতভাবে,
আর, অভ্যস্ত হও তা'তে—ক্রমশঃ,
অভিনন্দিত হবে—যোগ্যতায়।

৬৫

যেমন কথায়—যেমন ব্যবহারে—
মানুষ স্ফূর্ত্তি পায়,
কাজ নির্বাহ হয়,
সেবা ও সমীক্ষায় তেমনতর ক'রে
যে চলতে পারে—
সে কিন্তু সত্যিকারের চালাক মানুষ,
দাম্ভিক এলোধাবাড়ি চলৎশীল যা'রা
তা'রা বেকুবই কিন্তু
—ফলে।

৬৬

কোন ব্যাপার, বিষয় বা কথাবার্ত্তায়
নিজেকে নিযুক্ত করতে গেলেই
আগেই ভেবে দেখো—
কিভাবে কিরকমে
বা কেমন ব্যবহারে—
তুমি তা'তে নিয়োজিত হবে,
তা' নিয়ন্ত্রণই বা করবে
কেমনতর ক'রে—
স্বাভাবিক প্রীতিসংস্থাপনী
সমাধানী যুক্তি নিয়ে,
তাহ'লে ভুল কমই হবে,
আর, কিছু করার আগে
ভেবে নিজেকে নিয়োজিত করার অভ্যাসও
এস্তামাল হবে ক্রমশঃ,
ক'রে আপসোস করার পথ—
ভেবে আপসোস জর্জ্জরিত হওয়ার পথ
রইবে কম।

৬৭

কথা কইতে শেখ—
কোথায় কী কথা কেমন ক'রে কইলে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে সে—
উদ্যমী হ'য়ে ওঠে সে—
অকপট হ'য়ে ওঠে সে—
হৃদয় খুলে দেয়—
আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে—
দরদী সৎ-আশ্বাসে—
পরিপুঙ্খরূপে নজর রেখে,

তাই, সৎ ও সুভাষী হও—
সার্থক হ'য়ে উঠুক বাক্ তোমার
প্রত্যয়ী তেজোহভিস্পন্দনে।

৬৮

মানুষকে দোষী করার জন্য
দোষ ধরা ভাল না,
দোষ-সংশোধনের জন্য
দোষ দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
শুদ্ধ মনে—প্রীতির সহিত,
দোষ দেওয়ার জন্য দোষ ধরা হ'লে
মানুষের হীনম্মন্য আক্রোশ জেগে ওঠে—
তা'তে তা'র সংশোধন হয় না।

৬৯

দেখছ যখনই কেউ কাউকে
দোষারোপ করছে—
নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—
কোন হেতুর ধার না ধেরে,—
তা'র বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ
বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিব হওয়ার
তোয়াক্কা না রেখে,—
যা'কে নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—
সহজভাবে তা'র অবস্থার কথা
তা'কে জিজ্ঞাসা করারও
ফুরসৎ হয়নি তা'র,—
অযৌক্তিক চরিত্রের খোলস প'রে
হাত নেড়ে, বাক্যের সমারোহসজ্জা নিয়ে
কায়দায় লোক ভেড়াতে চাচ্ছে

তা'র নিজের পক্ষে,—
ঠিক বুঝবে, সেখানে
এর অন্তরালে আছে
হয় কামিনী, নয় কাঞ্চন,
নয় হীনম্মনতা,
কিংবা এ তিনেরই সংমিশ্রণ,—
যা'র ফলে, সে স্বতঃই একটা
অলীক ভাঁওতা সৃষ্টি করছে—
যা'কে নিন্দা করছে—
সে তা'র অন্তরায় ভেবে,
ঐ নিন্দাটা হ'চ্ছে নিজেকে লুকিয়ে চলার
একটা সাবধানী চালবাজী অভিব্যক্তি,
একটু নাড়া দিলেই ঠিক পাবে।

৭০

যে যা' বলে
খুব সহিষ্ণুতার সহিত
মনোযোগ দিয়ে শুনো—
বেশ ক'রে তলিয়ে,
হিসাব ক'রে—বুঝে
খুঁজে নিও তা'র তল কোথায়,
যেখানে বুঝতে পারছ না,
সৌজন্যের সহিত প্রশ্ন ক'রো—
উত্তরটাও খুঁটিনাটি ক'রে শুনো—
বুঝে নিও,
ফলকথা, বের ক'রে নিও নিশ্চয় ক'রে
তলায় কী আছে,
সেই হিসাবে তোমার কথাবাৰ্ত্তা,
যুক্তি, আচার, ব্যবহার দিয়ে

এমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রো
যা'তে সে হৃদয় ঢেলে দিয়ে
তোমাকে সমর্থন ক'রে তৃপ্তি পায়—
এবং অন্তরের আবেগের সহিত
স্বতঃ-প্রণোদনায় লেগে যায়
ঐ পথে চলতে,
তা'তে সেও নিরাকৃত হবে,
তুমিও মঙ্গল পরিবেষণ ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করবে;
নইলে, শুধু বাক্‌বিতণ্ডার ভিতর-দিয়ে
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করা
সুকঠিন।

৭১

ভাবসিদ্ধ হও—
চেষ্টা, চলন ও কথায়,
যখনই যে-কাজে যেমনতর ভাবের প্রয়োজন
তখনই যেন তা'তে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠতে পার,
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পার—
বাস্তবে—সামঞ্জস্যে,
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোমার কর্ম্ম—
মাধুর্য্য-উদ্দীপনায়।

৭২

ক্ষিপ্র হও, দক্ষ হও,
সময়-সমীক্ষু হও,
কূটবিশারদ হও,

প্রস্তুত থাক কৃতনিশ্চয়ে—
অচ্যুত ইষ্টানুরাগী হ'য়ে—সক্রিয়তায়;
কূটবিশারদ হ'তে গিয়ে
নিজেই কূটবিদ্ধ হ'য়ে ব'সো না,
আর, এগুলি স্বভাবসিদ্ধ ক'রে চল—
একটা জীবন্ত মানুষ হ'য়ে দাঁড়াও
সবার কাছে।

৭৩

দায়িত্বে ঢিল দিয়ে
কোন কাজে অন্যতে নির্ভর ক'রো না—
যত পার,
তাই বলে, লোককে
ব্যবহার করার বুদ্ধিকেও
খতম ক'রে দিও না,
নির্ভর না করতে চেষ্টা কর—
কিন্তু ব্যবহার করতে পটু হও,
কারণ, লোক না হ'লে
লোকের চলাই দুষ্কর,—
সার্থক হবে প্রায়শঃই।

৭৪

কী সময়ে কী চাও
আর কেমন ক'রে তা' হ'তে পারে
মনে তা' বেশ করে এঁকে নাও,
যেমনতর চলনে
যা' সময়মত সমাধা করা যায়
তা'র চেয়েও বেশী ক্ষিপ্রতায় লেগে যাও

তা'র বাস্তবীকরণে—বিহিতভাবে,
আর, এমনি চলনে যদি অভ্যস্ত হ'তে পার
সব লওয়াজিমা নিয়ে—
তবেই সার্থক হওয়া সম্ভব,
নয়তো, সাফল্য সুদূরপরাহত।

৭৫

মানুষ যে বুদ্ধি বা ধারণায়
অভিভূত হ'য়ে চলে—
যুক্তি, চিন্তা, সন্ধান ও সমর্থন
এসব তদনুকূলে
বিন্যাসপ্রয়াসী হয়,
আর, বিরুদ্ধ যা' তা'তে আসে অবজ্ঞা—
তা' যত ভালই হোক
বা মন্দই হোক;
তাই, বোধ বা ধারণাকে
শুদ্ধ—সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল—
যদি ভালই চাও।

৭৬

একটা অলীক ভিত্তির উপর
খাড়া ক'রে
ধারণাকে অভিভূত ক'রে রেখো না,
ব্যাপারটা বোঝ, কর, দেখ—
প্রত্যয়ে তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল,
তবেই তো তা' অকাট্য হবে,
ভালমন্দ বেছে নিতে পারবে তা' থেকে,
চলতে পারবে কল্যাণের পথে—
মন্দ যা' তা'কে এড়িয়ে।

৭৭

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ
বড় হ'তে চায়—
সে তোমাদের সেবা করুক,
যে প্রথম হ'তে চায়—
সে সবারই ক্রীতদাস হোক,
ভগবান যীশু এমনতরই বলেছেন—
শুনেছি।

৭৮

ছোট্ট-খাট্ট ব্যাপারে মানুষ যখন
অসংযত হ'য়ে চলে,
তখনকার আচার-ব্যবহার দেখেই
বুঝতে পারা যায়—
প্রকৃতিতে সে কী;
দেখে হিসাব ক'রে চ'লো—
ঠকবে কম।

৭৯

প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুণ
ও কর্ম্ম দেখে
নির্ণয় করতে চেষ্টা ক'রো—
কা'র কাছে কতটুকু কী পেতে পার,
আর, সময়ের সাথে মিলিয়ে
কওয়া-করার হার দেখে
মোক্‌থা একটা সিদ্ধান্ত ক'রে রেখো—
তোমার প্রত্যাশা
কতখানি পরিপূর্ণ হ'তে পারে,

যদিও অন্তরে ঠিক দিয়েই
রাখতে হয়
এবং চলতেও হয় তেমনি
যা'তে প্রত্যাশা তোমাকে ছলনা না করে—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে না নিয়ে ফেলে।

৮০

দায়িত্বকে সমবায়ী ক'রে
তুলো' না,
যে-বিষয়ে যে-কোন দায়িত্ব
নাও না কেন—
তা' সম্পূর্ণভাবেই নিও,
নয়তো, ওর ভিতর-দিয়ে
স্বার্থসন্ধিক্ষুতার পথে
শৈথিল্যকে অবলম্বন ক'রে
প্রতারণা ঢুকে যাওয়া খুবই সম্ভব,
বরং তোমার দায়িত্বপ্রবণ চরিত্র
তোমার সহযোগী যা'রা আছে
তা'দিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক,
সক্রিয় কর্ম্মপ্রবণতায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক তা'রা
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী অনুপ্রাণনায়,
তা'তে কৃতকার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী—
যোগ্যতার সঙ্কর্ষণে,
ভাগের মা গঙ্গা পায় কমই।

৮১

কসরত ক'রে চরিত্রকে সাজান
যতকাল থাকে

ততদিন বোঝা যাবে যে,
তা' সত্তায় গাঁথেনি,
তাই, অভ্যাস এমন ক'রে করতে হয়
যা'তে তা' কসরতের পারে যেয়ে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে।

৮২

মানুষের যোগ্যতা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে বেশী তখনই
যখন সে একা
দায়িত্ব নিয়ে চলতে থাকে—
ইষ্টানুগ হ'য়ে।

৮৩

যা' করবে ভেবেই করবে,
আবার, ক'রেও ভেবো—
বিবেচনা ক'রো
কী ক'রে আরও ভাল করা যেতে পারে,
ভবিষ্যতে সময় এলেই
তা'কে আবার ব্যবহার ক'রো,
এতে তোমার চলনা ক্রমশঃ
মার্জ্জিতই হ'তে থাকবে।

৮৪

সব সময় স্মরণ রেখো,
সজাগ থেকো সতর্কতায়—
তোমারই হোক আর অন্যেরই হোক—
কা'রও অকৃতজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিও না—

আর প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না,
বিশ্বাসঘাতকতাকেও প্রশ্রয় দিও না—
আর প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না,
চৌর্য্য-প্রবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিও না—
আর প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না,
দায়িত্বহীনতাকেও প্রশ্রয় দিও না—
এবং প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না,
সেবা-বিমুখতাকেও প্রশ্রয় দিও না
এবং প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না,
এগুলি মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনের
সর্ব্বনাশা বিষাক্ত প্রবৃত্তি,
এ যা'র থাকে সে তো নষ্ট পায়ই—
তা' সংক্রামিত হ'য়ে অন্যেরও
সর্ব্বনাশ করে,
আর, জীবনকে যদি উন্নতই করতে চাও—
তা'র প্রথম পদক্ষেপেই এগুলিকে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেল,
অবলুপ্ত ক'রে ফেল—
প্রীতিসৌজন্যে
মর্ম্মস্পর্শী ক'রে,—
উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক হ'য়ে উঠবে—
অন্তর-রাজত্বে।

৮৫

ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়,
তাই, মানুষ তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে
উঠতে পারে তখনই—
বহু-বৈশিষ্ট্যসমাবেশী হ'য়ে
সে যখন ঐক্যসমাবদ্ধ;

তিনি অদ্বিতীয়,
দ্বৈতভাব—
যা' জন বা সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে
পারস্পরিক অসহযোগিতায়—
তা'তেই তিনি অবজ্ঞাত থাকেন,
আর, সহযোগিতায় তা' যখনই
সমৃদ্ধ হ'য়ে
কৃষ্টির পথে—তাঁকে পূরণ করতে
পারস্পরিক সাম্যে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে—
তখনই আসে শান্তি,
তখনই আসে সম্বর্দ্ধনা,
পূজা তাঁর বাস্তবায়িত হ'য়ে
উৎকর্ষানুধা আশীর্ব্বাদে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়
সর্ব্বশক্তিমত্তায়
সমর্থ ক'রে তোলে।

৮৬

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
মানুষ যখন একে সম্বদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—ঐক্যে,
সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে—প্রত্যেক এক সেই এক-এ,
স্বর্গ তখনই আবির্ভূত হয়।

৮৭

আমার মনে হয়—
অবশ্য আমি মার্কস্‌বাদ কিছু জানি না—
আর, ভারতীয় সমাজতন্ত্রের

কোন আবছা অভিব্যক্তিও
এর মধ্যে আছে কিনা তা'ও জানি না—
তবে, আমাদের ধনিক বা শ্রমিক প্রশ্ন ছিল না,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়
ও বৃত্তিবিভাগ ছিল,
ধনিক-শ্রমিক ব'লে রকমারি ছিল না—
শ্রমিকও যে, ধনিকও সে;
একটা সম্প্রদায় ছিল বামুন অর্থাৎ বিপ্র—
যা'রা ছিল সমাজের শিক্ষক বা আচার্য্য,
যা'রা বর্ণবৈশিষ্ট্যানুপাতিক
শিক্ষিত হ'য়ে উঠত চিন্তা ও কর্ম্মে,
বিপ্রদের ছিল উঞ্ছবৃত্তি—
প্রীতি-অবদান ছিল পরম আদরের,
লোকজীবনই ছিল তাদের মূলধন—
যা'দের অভ্যুদয়ই ছিল তাঁ'দের সম্পদ,
গবেষণা, শিক্ষা, মন্ত্রণা, বিধি-প্রণয়ন,
বিচার, উপদেশ ইত্যাদি—
ফলকথা, ইষ্ট ও পূর্ত্ত ছিল তাদের
স্বভাবতঃ স্বতঃ-লোকচর্য্যা,
দক্ষিণা ছিল মহিমান্বিত প্রাপ্তি;
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল তেমনতর
বিশিষ্ট গুচ্ছ—
গুচ্ছগুলি পরস্পর স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ছিল,
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে ঋণী থাকত
পরস্পর—
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী হওয়া ছাড়া
পথ ছিল না;
বামুনের হাতে মূলধন ছিল না—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত চরিত্র ছাড়া,
কিন্তু প্রীতি ও সক্রিয় সেবার দ্বারা

সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে
সম্মানিত ও পূজার্হ হ'য়ে থাকত তা'রা,
এক-কথায়, সমস্ত সম্প্রদায়ের
সকল মানুষ, টাকা ও ঐশ্বর্য্যই ছিল
তাদেরই—
নিঃস্পৃহ অযাচিত পাওয়ায়
অনাসক্ত অধীশ্বর হ'য়ে;
রাজা ও তা'র পরিষৎ বা সরকারের
কর্ত্তব্য ছিল—
বর্ণাশ্রম প্রতিপালিত হ'চ্ছে কিনা
বিহিতভাবে—সেটা দেখা,
তখন না ছিল দেশে চরিত্রের অভাব,
না, ছিল সামর্থ্যের অভাব,
না ছিল অর্থের অভাব,
বা সম্পদ, পণ্য বা উৎপাদনের অভাব—।
যত সময় না ব্যক্তিগত
বা দলগত স্বার্থ-পরিকল্পনায়
এটা বিপর্য্যস্ত হয়েছিল,
তা' হ'য়েও যে কঙ্কাল-কাঠামোটা
এতদিন এতটুকুও আছে—
তা' এর সুষ্ঠুত্বেরই নিদর্শন;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্য,
সমাজ-স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য
সঙ্গতিলাভ ক'রে—
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হ'য়ে—
স্বতঃই ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে ছিল আদর্শে;
যা'তে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—
কৃষ্টিতে—অন্তরে-বাহিরে—
এমনতর পথগুলির উপর
কড়া শাসন ছিল—

সাম্প্রদায়িকভাবে—সামাজিকভাবে
ও রাষ্ট্রীয়ভাবে—
আর, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য যা'তে পরিপুষ্ট হয়—
সেই-ই ছিল পোষণীয় নীতি—
তা' ঐ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক
বা রাষ্ট্রিক—
প্রতিজীবনেরই;
প্রত্যেক বর্ণ তা'র কর্ম্মকলার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিল—
প্রজননের দিক দিয়ে তেমনি ছিল
ঐক্যসম্বন্ধ,—অনুলোমক্রমে—
মস্তিষ্কে—শ্রমে—চরিত্রে;
প্রতিলোমকে লৌহহস্তে শাসন করা হ'ত—
প্রতিলোম উন্নতিকে স্তব্ধ করে,
বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে,
কুপ্রজননকে ক্রমান্বয়ী ক'রে তোলে—
যা'তে মানুষের মস্তিষ্কের অভাব ঘটে—
স্নায়ু ও শরীরের অপকর্ষ হয়—
দুর্ব্বল প্রজননের উদ্ভব হয়,
সেই জন্য কোন বর্ণই
এই বৈশিষ্ট্যধ্বংসী প্রতিলোমকে
প্রশ্রয় দিত না,
আর, এর ব্যত্যয়ী যে সে শুধু
সাম্প্রদায়িক শাসনে পড়ত না—
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনেও প'ড়ে যেত;
যখনই রাষ্ট্রদায়িত্ব প্রতিব্যক্তিতে
সজাগ হ'য়ে উঠল—
ব্যষ্টি এবং সমষ্টির—
ধর্ম্ম, জীবন ও সম্পদ রক্ষার ভিতর-দিয়ে,—
তখন থেকেই কিন্তু

ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরু হ'ল,
তা'র আগে
যত বড় স্বাধীন ক'রেই দেওয়া যাক্—
তোমার স্বয়েরই উদ্ভব হয়নি—
যে স্ব তোমাতে জাগ্রত উদ্বোধনায়—
তোমার সপারিপার্শ্বিক প্রতিটি নিজের
ধর্ম্ম, জীবন
ও সম্বর্দ্ধনার সেবায়
প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে;
এই ভারতীয় সমাজতন্ত্র বা সম্প্রদায়তন্ত্র
বর্ণানুগ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ দিয়ে
প্রগতি এবং প্রজননের উৎকর্ষী ব্যবস্থাও
যেমন ছাড়েনি—
তেমনি আদর্শানুগ পারস্পরিক
সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
প্রতিবৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ী সহযোগিতায়
পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
উন্নতিকেও অবহেলা করেনি,
ভারতীয় সম্প্রদায়তন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের
ওটা মস্ত বিশেষত্ব—
তা' যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে
ব্যষ্টি-সমষ্টি নিয়ে—
তেমনি অন্তর্জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতেরও
উন্নতির দিক দিয়ে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে;
তা'রা চায় বেঁচে থেকে বাড়তে—
আদর্শে, ঐক্যে, সহযোগিতায়,
শ্রমে, অর্জ্জনে, আদান-প্রদানে,
সুপরিবেষণে—
সুব্যবস্থায় সুষ্ঠু ক'রে—

সবটাকে নিয়ে—সব দিক দিয়ে—
ব্যষ্টিকে সার্থক ক'রে সমষ্টিতে—
সবটাকে সার্থক ক'রে আদর্শ চলনে—
কৃষ্টির পথে—
আর, যা'-কিছু সব সার্থক ক'রে সত্তায়—
ভূমায়িত ক'রে এক অদ্বিতীয়ে;
রাষ্ট্র ছিল এরই একটা দাঁড়া বা মঞ্চ—
যা'র বৈশিষ্ট্যই ছিল—
এই নীতি বা দর্শনকে বাস্তব মূর্ত্তি দিয়ে
সুব্যবস্থা ও সুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সুসঙ্গত ক'রে
সহজ স্বতঃ-সহযোগিতায়
তা'র অনুক্রমণী সুপরিবেষণে—
প্রত্যেককে তা'র নিজ বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী ক'রে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক পরস্পরের পরিপোষণী হ'য়ে—
কৃষ্টিচর্য্যায় অন্তর এবং বহির্জ্জগতের
সঙ্গতিসহকারে—
উন্নতিতে অবাধ ক'রে তোলা—
বাঁচায়, বাড়ায়, সম্পদে,
শিক্ষায়, শ্রমে, উপচয়ী উৎপাদনে,
অর্জ্জনে, সমৃদ্ধপ্রজননে—
সর্ব্বতোমুখী ক'রে;
রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হ'য়ে
কা'রও থাকা লাগত না,
রাষ্ট্র ছিল গণসেবী শাসক,
আর, সমাজ ও রাষ্ট্রে তো দূরের কথা—
কোন সম্প্রদায়ের কোথাও
বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী সেবা
এতটুকু অবজ্ঞাত হ'লেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত—

লোকমত—সম্প্রদায়
সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমর্থনসমৃদ্ধ হ'য়ে
শাসন করত—নিয়ন্ত্রিত করত—
ঐ মঞ্চাধিনায়কদিগকে—
যথাবিহিত যেখানে যেমন প্রয়োজন,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির গায়ে যা'তে একটা
আঁচড়ও না লাগে—
এমনতর সতর্ক চক্ষু ও ধী নিয়ে—
ছোটকে বড় করার অভিযানে—
জন্মে—কৃষ্টিতে—অর্জনে
—শিক্ষায়—স্বাস্থ্যে—প্রতিভায়
—শ্রম ও সেবা-সৌকার্য্যে
উপচয়ী উৎপাদনে—
যথাপ্রয়োজন সাম্য-পরিবেষণে;
মূর্ত্ত আদর্শে সক্রিয় আত্মনিয়োগ
করেছেন যাঁরা,—
যাঁদের চরিত্র-চলনে, স্ফূর্ত্ত, জীবন্ত হ'য়ে থাকত
আদর্শ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সেবা,
হাতেকলমে—চিন্তাচলনে—
বাস্তব প্রজ্ঞায়,—
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্র-সেবায় যাঁরা দক্ষ,—
তাঁরাই তাঁদের গুণক্রমপর্য্যায়ে
পুরোধ্যাসীর আসনে
সব সময়ই কার্য্যকরী চলনে
আসীন থাকতেন,—
যাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হ'য়ে উঠত
গণসমূহ—
যাঁদের দীপন-চরিত্রে দীপ্ত হ'য়ে উঠত
প্রতিলোকচক্ষু—
আপন-আপন

বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে;
কেন্দ্রীয় মঞ্চে যেখানে যখনই
কোন যোগ্যতার অভাব হ'ত—
নিষ্ঠার অভাব হ'য়ে উঠত,—
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পুরোধ্যাসীর
আসন থেকে
স্বতঃ-অনুবর্ত্তিতায়
তাদেরই কেউ
সেই স্থানকে পরিপূর্ণ করতেন—
আরও দক্ষতার সাথে—তড়িৎ সক্রিয়তায়,
যা'তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে—
তীক্ষ্ণ চক্ষু—সতর্ক সন্ধিৎসা—
হৃদয়ঢালা সক্রিয় সহযোগিতার সহিত
সেই আসনকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে;
পরবর্ত্তী যিনি সঙ্গে-সঙ্গে—
ঐ সম্প্রদায়ই হোক
সমাজই হোক
আর রাষ্ট্রই হোক
তা'রই পুরোধ্যাসী-পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে—
অভিদীপ্তির সহিত
তা'রই পরিচালনা করতেন—
অসাধু উদ্যমকে তার পরিবেশেই
নিরুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে
পারস্পরিক লোকসংহতির
সুবিন্যাসী পরিশাসনে,
কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-পরতন্ত্রী ক'রে তোলাই ছিল
সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্রের কল্যাণ উৎসৃজী স্বার্থ,

তাই, অসাধু যা'
প্রত্যক্ষভাবে তা' নিরোধ করা—
সুশাসনে বিন্যাস করা—
প্রত্যেকেরই মুখ্য স্বার্থ ব'লে বোধ করত
প্রত্যেকে;
ফলে, ছিল না ভয়—
ছিল না বিসম্বাদ—
ছিল না বিপাক-বিধ্বস্তি—
ছিল না দারিদ্র্য—
অকালমৃত্যু—কুপ্রজনন
—কুৎসিত সমৃদ্ধি
—কদাচারের প্রবঞ্চনাক্লিষ্ট আততায়ী
অনুধাবন—
কি অন্তরে—কি বাহিরে।

সূচীপত্র

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম-পংক্তির সূচী

প্রথম পংক্তি		বাণী-সংখ্যা
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও—তপঃপ্রাণ হও—	...	৪
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়েই বীজমন্ত্র জপ করতে হয়,	...	২২
অচ্যুত, একনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত মনকে	...	৩৩
অনাচারী, অভক্ষ্যভোজী, অগম্যাগামী,	...	৪৩
অভ্যাস মানে—কোন একটা রকমের	...	২৬
আগে জান—বাস্তবতায়—ব্যবহারে	...	৬২
আত্মাতেই সত্তা থাকে, তাই, সত্তার	...	১৫
আমার মনে হয়—অবশ্য আমি	...	৮৭
আমার মনে হয়, যা'রা শ্রমণ	...	৪৯
আলোচনায় পর্য্যবেক্ষণ বাড়ে	...	৫৫
ইষ্টদেবে অচ্যুত হও, আবেগ তোমার	...	৫১
ইষ্টার্থে যা'রা সব হারায়—যা'-কিছু	...	১১
ইষ্টে অচ্যুতমনন হও, বৃত্তিগুলি	...	৩৬
ইষ্টে নিবিষ্ট হও—তপে, চলনে, চরিত্রে	...	৩০
ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়—তাই, মানুষ	...	৮৫
ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়, মানুষ যখন একে	...	৮৬
ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানে ঈশ্বরকে আপন ক'রে	...	২১
একটা অলীক ভিত্তির উপর খাড়া ক'রে	...	৭৬
একটা বিরাট গহ্বর কামিনী—আর, তা'র পাশেই	...	২০
ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের ভাব, বীর্য্য, যশ,	...	১৬
ওঠো, জাগো—বরণীয় যিনি তাঁতে	...	১
কঞ্চুযের মত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হও	...	১৪
কথা কইতে শেখ—কোথায় কী	...	৬৭

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা